রাঁচি, রবিবার
18:06:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>244 >>02 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৪৪ >> << ০২রা, আষাঢ় ১৪৩০>>

গ্রীসে ভয়াবহ নৌকাডুবি, গ্রেফতার ৯ জন

এথেন্স ঃ গ্রীসের দক্ষিণ উপকূলে বুধবার একটি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ায় ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মানুষ পাচার ও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্দেহভাজনদের আটকে রাখা হয়েছে। জাতিসংঘের অভিবাসন এজেন্সির আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংক্রান্ত সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, ১০৪ জনকে উদ্ধার করা গেলেও যে ট্রলারটি উল্টে গিয়ে ডুবে গিয়েছে তাতে অন্তত ৭৫০ জন মানুষ ছিল বলে ধারণা। দ্য এসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , প্রাণে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন এই দুর্ঘটনায় এতটাই ভীত হয়ে রয়েছেন যে, তাদের বিশ্বাস তারা এখনও নৌকাতেই রয়েছেন এবং মারা যেতে চলেছেন।

বাজার দর
SENSEX : 63384.58 +466.95
NIFTY : 18826.00 +137.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
37.00 °c	28.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .36 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

উত্তর কোরিয়ার শরণার্থীদেরকে অবহেলা করছে চীন বলছেন অধিকারকর্মীরা

জেনেভা ঃ মানবাধিকার কর্মীরা এবং প্রাক্তন কর্মকর্তারা বেইজিং 'এর বিরুদ্ধে চীনা এবং আন্তর্জাতিক উভয় আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগ করেছেন তারা বলছেন বেইজিং উত্তর কোরিয়ার হাজার হাজার শরণার্থীকে আসন্ন বিপদে ফেলেছে। চীন বিষয়ক কংগ্রেশনাল এক্সিকিউটিভ কমিশনের (সিইসিসি) চেয়ার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ক্রিস স্মিথ বলেন, উত্তর কোরিয়ার প্রায় ২০০০ উদ্বাস্তু চীনা সীমান্তে আসন্ন জোরপূর্বক প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় চীনা সরকার কর্তৃক আটক রয়েছে। তারা তাদেরকে সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করছে। মহামারী চলাকালীন দুই দেশের সীমান্ত বন্ধ থাকায় বেইজিং কর্তৃক আটক উত্তর কোরীয়দের ভাগ্য নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার কমিশন শুনানি করেছে। উত্তর কোরিয়ার জন্য প্রত্যাবাসন মানে নির্যাতন, শ্রম শিবিরে জোরপূর্বক শ্রমপ্রদান যা পিয়ংইয়ং সরকারের জন্য রপ্তানি আয় আনে বা মৃত্যু। যারা নিপীড়ন, যুদ্ধ বা সহিংসতার কারণে নিজেদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তাদেরকে জাতিসংঘ শরণার্থী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। উত্তর কোরিয়ার মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত করতে নিয়োজিত সোওল ভিত্তিক একটি গোষ্ঠী সিটিজেনস এলায়েন্স ফর নর্থ কোরিয়ান হিউম্যান রাইটসের মতে, বেইজিং এবং পিয়ংইয়ং শরনার্থীদেরকে উত্তর কোরিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। গ্রুপটি জানায়, বেইজিং এবং পিয়ংইয়ং'কে সংযুক্ত করা ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কগুলো যেগুলো শরণার্থীদেরকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে তারা শুধুমাত্র উত্তর কোরিয়ার সরকার এবং চীনের কোম্পানিগুলোর জন্য আনুমানিক ২ কোটি ২৬ লাখ ডলার উপার্জন করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়া থেকে উদ্ভূত পণ্যের একটি অংশ কিন্তু চীনা কোম্পানির জন্য উৎপাদিত হওয়ার বেশ ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। পণ্যগুলো সম্ভবত চীন থেকে প্রত্যাবাসিত উত্তর কোরিয়ার শরণার্থীদেরকে আটক করে কারাগারে তৈরি করা হয়েছে।

আফ্রিকার শান্তি প্রতিনিধি দল আসার সাথে সাথে আক্রমণের মুখে কিয়েভ

লন্ডন ঃ আগামি সপ্তাহে লন্ডনে ইউক্রেন পুনরুদ্ধার সম্মেলনের আগে এক বক্তব্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেন, তার দেশ সবকিছু পুনর্নির্মাণ করবে, সবকিছু পুনরুদ্ধার করবে।
রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যাওয়ার সময় জাতিসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষণ সংস্থার পরিচালকের যানবহর বন্দুকযুদ্ধের কারণে অল্প সময়ের জন্য থেমে যায়।
আফ্রিকান শান্তি প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ইউক্রেন সফরে গিয়েছেন। এটি কিয়েভ এবং মস্কোর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তির মধ্যস্থতা মিশনের প্রথম পদক্ষেপ।
গ্রুপটি শুক্রবার জেলেন্সকির সাথে সাক্ষাত করবে এবং তারপরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাশিয়ায় যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার নেটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ বলেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর এবং সমর্থন দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে।
বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ইউক্রেন কন্টাক্ট গ্রুপ ব্রাসেলসে নেটো প্রতিরক্ষা প্রধানদের বৈঠকের আগে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা নিয়ে আলোচনার জন্য তাদের সর্বসাম্প্রতিক অধিবেশন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন বৈঠকের শুরুতে বলেন, ইউক্রেনের লড়াই একটি ম্যারাথন, স্প্রিন্ট নয়।
নরওয়ে এবং ডেনমার্ক ইউক্রেনকে হাজার হাজার রাউন্ড আর্টিলারি সরবরাহ করার জন্য একটি যৌথ প্রচেষ্টা ঘোষণা করেছে।
বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলেছে, তারা একটি রুশ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি রাশিয়ার ২০টি বিস্ফোরক ড্রোনকে বাধাগ্রস্ত করেছে।
রুশ কর্মকর্তারা বলেছেন, রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ক্রাইমিয়ায় তাদের পক্ষ ইউক্রেনের নয়টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ঃআরো ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় ভারত ও পাকিস্তান

মাণ্ডবীঃ ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় শুক্রবার ভারতের পশ্চিম উপকূলরেখা বরাবর তাণ্ডব চালিয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, গাছপালা, বৈদ্যুতিক পিলার উপড়ে গেছে এবং বেশকিছু শিপিং কন্টেইনারকে দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।
বিপর্যয়এর ধ্বংসযজ্ঞের ফলে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আর, সম্ভাব্য নিশ্চিত তাণ্ডব থেকে বাঁচতে,অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন তারা। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, গত বছরে বন্যাবিধ্বস্ত পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে, বিপর্যয়এর প্রভাবে আগামী দিনগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত হবে।
বাড়ি, শস্য, সড়ক ও টেলি যোগাযোগে গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা করে, জনগণকে সতর্ক করেছে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর। ঘন্টায় সর্বোচ্চ ১২০ কিলোমিটার বেগে বয়ে যাচ্ছে বিপর্যয় । দমকা হাওয়া আকারে, কখনো কখনো এর গতিবেগ ঘন্টায় ১৪০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, ভারতের গুজরাতে প্রবেশ করলে এই ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়ে পড়বে। এই রাজ্যের ধর্মীয়স্থানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, তারা পাকিস্তানে জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে খাবার ও পরিশোধিত পানীয় জল বিতরণ করছে। এদিকে, জাতিসংঘের শিশু সংস্থা ইউনিসেফ বলেছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের ৬ লাখ ২৫ হাজার শিশু তাৎক্ষণিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

হ্যাকিং'এর শিকার হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগসহ আরো কিছু সংস্থা

ওয়াশিংটন ডিসি ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগ এবং আরো কয়েকটি ফেডারেল এজেন্সি হ্যাক করেছে একটি রুশ সাইবার চাঁদাবাজ চক্র । হ্যাকিং এর শিকার হয়েছে মুভইট ট্রান্সফার এটি হচ্ছে একটি ফাইলট্রান্সফার প্রোগ্রাম, যা সরকার এবং করপোরেশনগুলোতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, এই বিষয়টি ধরা পড়ে জ্বালানি বিভাগে। তারা জানান, জ্বালানি বিভাগের দুটি শাখা হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে। । রাশিয়াসংশ্লিষ্ট চাঁদাবাজ গ্রুপ সিআইওপি এই হ্যাকিং'এর দায় স্বীকার করেছে। তারা গত সপ্তাহে ডার্ক ওয়েব সাইটে জানিয়েছে যে তাদের ভুক্তভোগীদের বুধবারের মধ্যে মুক্তিপণের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।তা না হলে, তারা সংবেদনশীল তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করে দেয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।আরো বলেছে, তারা সরকার, নগর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বিভাগ থেকে চুরি করা যেকোনো তথ্যউপাত্ত মুছে ফেলবে।
সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির পরিচালক জেন ইস্টারলি বলেন, যদিও অনুপ্রবেশটি মূলত একটি সুযোগসান্ধানী কাজ এর মধ্যে অতিরঞ্জন রয়েছে তবে, তা দ্রুত শনাক্ত করা গেছে। তার সংস্থা এইঅপকর্ম নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন এবং এ বিষয়টি নিয়ে তারা জরুরি ভিত্তিতে কাজ করছেন। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্রিটেনের শেল অয়েল কোম্পানি, জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনস হপকিন্স হেলথ সিস্টেমও, হ্যাকিং অপতৎপরতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে। সিআইএসএ'র এক উর্দ্ধতন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
মুভইট বলেছে,সিস্টেমগুলো ঠিক করতে সহায়তা করার জন্য, তারা ফেডারেল এজেন্সি এবং অন্য গ্রাহকের সাথে কাজ করছে।

সমালোচনা পাহাড়ি ওই রাজ্যে বড় ধরনের কোনও পদক্ষেপ করা হতে পারে

মণিপুরে ভয়াবহ জনজাতি দাঙ্গা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে সমালোচনা রাহুল গান্ধীর

ইম্ফল ঃ শুক্রবার ১৬ জুন দেড় মাসে পা দিল উত্তরপূর্ব ভারতের মণিপুরের হিংসার ঘটনা। ৩ মে থেকে এক দু'দিন বাদে রোজই হিংসার আগুনে জ্বলেছে বিজেপি শাসিত পাহাড়ি রাজ্যটি। মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ১২০। এলাকা ছাড়া পঞ্চাশ হাজারের বেশি পরিবার। কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অশান্তি শুরুর ২৬ দিনের মাথায় চারদিনের সফরে রাজধানী ইম্ফলে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর যাবতীয় উদ্যোগই ব্যর্থ হয়েছে।
শুক্রবার ভোরে, ইম্ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরকে রঞ্জন সিং'এর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। তবে ঘটনার সময়ে মন্ত্রী বাড়ির ভিতরে ছিলেন না বলে জানা গেছে। ক'দিন আগে কংগ্রেস ও বিজেপির বিধায়কদের বাড়িতেও হামলা হয়। পরিস্থিতির চাপে শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরেরই বহু নেতা সপরিবারে এলাকা ছেড়েছেন।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মণিপুরে সেনা, আধা সেনা এবং স্থানীয় ও আশপাশের রাজ্যের পুলিশ মিলিয়ে প্রায় এক লাখ জওয়ান মোতায়েন আছে। তারপরও কেন হিংসার লাগাম পরানো যাচ্ছে না নিরাপত্তা আধিকারিকেরা তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না।
তবে সব কিছু ছাপিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল বিস্মিত প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়ে। একটি টুইট করেও রাজ্যবাসীকে শান্তি ফেরানোর আর্জি জানাননি তিনি। মণিপুর নিয়ে বৈঠক করেছেন বলেও খবর নেই।
প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস রাহুল গান্ধী। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা এখন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। ২০ জুন তাঁর দেশে ফেরার কথা। সেখান থেকেই রাহুল প্রশ্ন তুলেছেন, মণিপুর জ্বলছে, প্রধানমন্ত্রী মৌনী কেন?
প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি মণিপুরের হিংসার জন্য বিজেপির ঘৃণা ও বিভাজন রাজনীতিকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। বলেছেন, 'বিজেপির ঘৃণার রাজনীতিতে পুড়ছে মণিপুর। প্রধানমন্ত্রীকে নীরবতা ভেঙে মণিপুর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা। তিনি ঘৃণার রাজনীতি নিয়েও ফের সরব হয়েছেন। বলেছেন, ঘৃণার দোকার বন্ধ করে ভালবাসার বাজার খোলা দরকার।
দু'দিন আগেই কংগ্রেস এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলে, আমরা আপনার মন কি বাতএর শততম পর্ব শুনেছি। এবার অনুগ্রহ করে মণিপুর কি বাত শুরু করুন। মুখ খুলেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। কংগ্রেস নেত্রীর কথায়, মণিপুরের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। সরকার হাত গুটিয়ে আছে।
শুধু মণিপুর নয়, দিল্লিতে কুস্তিগিরদের আন্দোলন নিয়েও প্রধানমন্ত্রী নীরব। একজন কুস্তিগির প্রকাশ্যে দাবি করেছেন, এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে তিনি কুস্তি ফেডারেশনের কর্তা ব্রিজ ভূষণের কুকীর্তির কথা প্রধানমন্ত্রীর কানেও তুলেছিলেন। তারপরও প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর অফিস কিছুই বলেননি।
কংগ্রেস এই ইস্যুতেও প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেছে। মনে করিয়ে দিয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কীভাবে মনমোহন সিংহকে মৌনী প্রধানমন্ত্রী বলে উপহাস করতেন।
কংগ্রেসের লাগাতার আক্রমণের মুখেও প্রধানমন্ত্রী মুখ খোলেননি। লক্ষণীয় হল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'ও মণিপুর নিয়ে আর প্রকাশ্যে মন্তব্য করা বন্ধ করে দিয়েছেন।
এমনকী মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহও কদাচিৎ মিডিয়ার মুখোমুখি হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তিনি ফের শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে বিগত দেড় মাসের গোলমালে মুখ্যমন্ত্রী বার তিনেক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। সামাজিক মাধ্যমেও মুখ খুলছেন না তিনি।
অন্যদিকে, জেপি নাড্ডাসহ বিজেপি নেতারাও চুপ। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, মোদী তাঁর চেনা কৌশলই অবলম্বন করেছেন মণিপুর এবং কুস্তিগিরদের আন্দোলন নিয়ে। জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী কদাচিৎ মুখ খুলেছেন। তিনি আসলে দেখাতে চান, প্রধানমন্ত্রীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। চারপাশের সব কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই। তিনি চানও না।
এখন গোটা বিজেপি পরিবার মণিপুর নিয়ে নীরবতার আশ্রয় নেওয়ায় রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, পাহাড়ি ওই রাজ্যে বড় ধরনের কোনও পদক্ষেপ করা হতে পারে। যার দায় বিজেপি না নেওয়ার কৌশল হিসাবেই আগেভাবে নীরবতার আশ্রয় নিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তাই প্রকাশ্যে কিছু বলছেন না।

ফুলবাড়ীর তিস্তা ক্যানেলের জলে স্নান করতে আসা লোকজনদের তারা করলো পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ একদিকে তীব্র দাবদাহে পুড়ছে শহরবাসি।আর গরম থেকে খানিকটা রেহাই পেতেই প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ স্নান করতে আসছেন শিলিগুড়ির শহরের পাশেই আমবাড়ি গজলডোবা তিস্তা ক্যানেলের ঠান্ডা জলে।এর ফলে এর আগে ও প্রচুর দূর্ঘটনার খবর মিলেছে এই ক্যানেলে।স্নান করতে এসে নতুন করে যাতে কোনোরকম দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যই এই অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।।এদিন লাটি হাতে যুবকদের তারা করলো পুলিশ।পুলিশ দেখেই বাইক সাইকেল ছেরে পালিয়ে গেল সকলেই।পুলিশের পক্ষথেকে লাগাতার এই অভিযান চালানো হবে জানাজায়।।তবে পুলিশ যতক্ষন তারা করে ততক্ষণ ই ঠিক থাকে পুলিশ চলে গেলে আবার স্নান করতে নেমে পড়েন অনেকেই।

হরিশ্চন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত হলো কিষান ক্ষেতমজুর ব্লক সম্মেলন

মালদা জুনসামনের মাসেই পঞ্চায়েত নির্বাচন নির্ঘণ্টক ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আর এর মধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কর্মীদের চাঙ্গা করতে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নং ব্লক শাসক দলের কিষান ক্ষেতমজুর ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর এক নং ব্লকের সাতটি অঞ্চল কে নিয়ে তুলসীহাটা হাইস্কুলে এই ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্লক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি তথা এলাকার বিধায়ক এবং মন্ত্রী তজমুল হোসেন, কিসান ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ব্লক সভাপতি মনোজ রাম, মকরম আলী সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।এদিন সম্মেলন থেকে দলের অঞ্চল কমিটি গুলি এবং বুথ কমিটিগুলি তৈরি করা হয়। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের কর্মীরা কিভাবে প্রচার চালাবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয় এই ব্লক সম্মেলনে।দলের জেলা সভাপতি জানান রাজ্যজুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এই সমস্ত প্রকল্পকে সামনে রেখেই দলে নির্বাচনের জন্য প্রচারে নামবো।ব্লক সভাপতি মনোজ রাম জানান সরকারের সমস্ত রকম জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা নিশ্চিত আমাদের কর্মীদের প্রচারে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষ আমাদেরকে এবারও দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা হতেই দেওয়াল দখলে নেমে পড়েছেন তৃণমূল

জলপাইগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা হতেই শুক্রবার দেওয়াল দখলে নেমে পড়েছেন তৃণমূল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গোমস্তপাড়া এলাকায় এলাকার তৃণমূল নেতাকর্মীরা এদিন দেওয়াল লিখতে ব্যস্ত। বিরোধীরা যেন কোন সুযোগ না পায় সে কারণেই আগে থেকেই ময়দানে তৃণমূল। এলাকায় রাস্তা তৈরির কাজ চলছে জোর গতিতে। এই রাস্তা দিয়েই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে পারবে এলাকার ভোটাররা। আর এতে অনেকটাই সুবিধা হবে বলে জানান, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ মন্ডল।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে পঞ্চায়েতে উন্নয়ন স্তব্ধ! গ্রাম বাংলার উন্নয়ন সেই আজও থমকে

মালদা ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে পঞ্চায়েতে উন্নয়ন স্তব্ধ! গ্রাম বাংলার উন্নয়ন সেই আজও থমকে। এমনই এক অনুন্নয়নের ছবি ধরা পরল পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতে। বিরোধীদের অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর হতে চললেও কোন উন্নয়ন হয়নি পঞ্চায়েত এলাকায় হবেই বা কি করে উন্নয়নের টাকা নিজেদের ভাগাভাগিতেই ব্যস্ত পঞ্চায়েত প্রধান থেকে সদস্য। মহিষবাথানি অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধানের মধ্য অন্তর দ্বন্দ্ব।পরিনাম উন্নয়ন স্তব্ধ।অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বলরামপুর এলাকার খুনিবাথান এলাকার রাস্তা রয়েছে বেহাল বহুবার অঞ্চলে যানানো সত্ত্বেও হয়নি সুরাহা। শুধু সেই এলাকা নয় অন্যান্য এলাকার চিত্রটা একই রয়ে গেছে। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জন গনরা। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ রাস্তাঘাট গুলি প্রায় অধিকাংশ কাঁচা , নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা , আবাস যোজনার ঘর এর তালিকা একেবারে শূন্য , পাশাপাশি শৌচাগারও নেই। অথচ এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ হয়েছে টাকা। বাজেট সম্পন্ন হয়ে থাকলেও নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই এখন কাজ বাকি। পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি অঞ্চলটি তৃণমূলের দখলে। ১৮ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২, সিপিএম ১, কংগ্রেস ১, ১৪ টি তৃণমূলের দখলে। বর্তমানে পঞ্চায়েতের প্রধান রূকসেনা খাতুন প্রধান, তার সময় থেকেই এলাকায় কোনরকম উন্নয়নের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উন্নয়ন যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেটি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি সরাসরি বর্তমান উপ প্রধান সারাফত আলিকে দিকে দায়ী করেছেন।তিনি আর বলেন অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু অন্যান্য দলের মেম্বার সহ বর্তমান তৃণমূল উপপ্রধান সারাফত আলী সহ অন্যান্যরা অনইচ্ছাকৃত ভাবে আমার বিরুদ্ধে সরযন্ত্র করেছেন এ বিষয়ে তিনি ঠিক আরো কি বলেছেন তা শুনবো। এ বিষয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন উপ প্রধান সারাফত আলী তিনিও উন্নয়ন যে হয়নি তা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি বলেন ২০১৮ সালে আমরা রোকসানা খাতুন কে সবাই মিলে প্রধান করেছিলাম যাতে স্বচ্ছতার সাথে কাজ হয় তবে দেখলাম আমরা কোন কাজ স্বচ্ছতারভাবে হচ্ছে না।এবং তিনি প্রচণ্ড দুর্নীতি করেছিলেন তিনি একনায়কতন্ত্র ভাবে চলার চেষ্টা করছেন।
কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি কংগ্রেস ও সিপিআইএম এ বিষয়ে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা তিনি কি বলেছেন তা শুনবো এ বিষয়ে পুরাতন মালদা সারা ভারত কিষাণ মোর্চার ব্লক সম্পাদক গোবিন্দ রাজবংশী তিনি কি বলেছেন তা শুনবো এ বিষয়ে কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি মতিউর রহমান এর ব ক্ত ব্য
অন্যদিকে এ বিষয়ে তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের স্বামী তথা অঞ্চল সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ওরফে ফিটু তিনি কি বলেছেন তা শুনবো এ বিষয়ে গ্রামীণ তৃণমূল সভাপতি নবেন্দু সেন তিনি বলেন মহিবতের অঞ্চলের একটি সমস্যা রয়েছে তবে সেই সমস্যা আমরা সমাধান করে নেব বলে জানিয়েছেন তিনি তবে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আর এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি অবস্থায় যদি বাজে ট পেশ করে এলাকায় কাজ শুরু হয় তাহলে সেটা কতটাই কাজ সঠিকভাবে হবে সেটাই এখন প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই অপরাধ সংগঠিত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হতেই অপরাধ সংগঠিত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এরাজ্যে ঝাড়খণ্ডের থেকে অস্ত্র কারবারীদের ঠেকাতে তৎপর মালদা জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঝাড়খণ্ডের এক অস্ত্রকারবারিকে গ্রেফতার করে সাফল্য মিলেছে মালদার মানিকচক থানার পুলিশের। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি পাইপ গান এবং তিন রাউন্ড কার্তুজ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই অস্ত্রগুলি মালদার কোনো একটি জায়গায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ওই ঝাড়খণ্ডের দুষ্কৃতী বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে মালদা আদালতে পেশ করেছে মানিকচক থানার তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই পাচারকারীর নাম মেহবুব আলম । তার বাড়ি ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জ জেলার জামনগর এলাকায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঝাড়খান থেকে গঙ্গা নদী পেরিয়ে মানিকচকের বার্নিংঘাট হয়ে জেলায় বেআইনি অস্ত্রপাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ধৃত ওই দুস্কৃতী । কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মানিকচক থানার এসআই সুবীর গুণের নেতৃত্বে অভিযান চালায় পুলিশ। মানিকচকের গঙ্গার ঘাট থেকেই সন্দেহজনক অবস্থায় ওই দুস্কৃতিকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের ওই যুবক মেহেবুব আলমের কাছ থেকে তিনটি পাইপগান এবং তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । এই অস্ত্রগুলি মানিকচক হয়েই মালদায় কোন গ্যাং এর কাছে বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাইরে থেকে যাতে এরাজ্যে কোন রকম ভাবে বেআইনি অস্ত্র প্রবেশ করতে না পারে, তারজন্য যন্ত্র চালিত নৌযান নিয়ে মানিকচকের - ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী গঙ্গার ঘাটে নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ডের এক দুস্কৃতীকে মানিকচক থানার পুলিশ। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে শুরু হলো সপ্তম গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল

শিলিগুড়ি ঃ শুক্রবার থেকে শিলিগুড়িতে শুরু হলো সপ্তম গীতাঞ্জলি ম্যাংগো ফেস্টিভ্যাল। তিনদিন চলবে এই ফেস্টিভ্যাল। দেশ ও বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের আম রয়েছে এই ফেস্টিভ্যালে।পুরো পশ্চিমবঙ্গ সহ বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল থেকে বিভিন্ন প্রজাতির আম এই ফেস্টিভ্যালের আনা হয়েছে। আমের বিভিন্ন স্টল রয়েছে এখানে। নেপাল ট্যুরিজমের সহযোগিতায় ভারতীয় একটি সংগঠন এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছে। এই ফেস্টিভ্যালের মধ্য দিয়ে আম খাওয়া ও আমের সঙ্গে যুক্ত চাষিদের উন্নয়নে ও এই ফল যাতে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন চাষীরা তাদের নিজেদের চাষ করা আম নিয়ে এসেছে।শুক্রবার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করা হয়।

RPF পোস্ট ঘেরাও করে বিক্ষোভ অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের হকারদের ওপর গুণ্ডা এর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে RPF পোস্ট ঘেরাও করে বিক্ষোভ অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের হকারদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে RPF, এমনি অভিযোগ তুলে NJP এলাকায় অবস্থিত RPF পোস্ট ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন। শুক্রবার, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের সামনে থেকে একটি মিছিল করে পোস্টের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায় সংগঠনের সদস্য সহ হকাররা। তাদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্সের বেশ কিছু কর্মীরা হকারদের ওপর অত্যাচার করছে, কখনো তাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কখনো সামগ্রী বিক্রি করতে দেওয়া হচ্ছে না।

চুরির পরের দিনই লক্ষাধিক টাকার মাছ ধরার জাল উদ্ধার, ২ গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ গত ২ জুন শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ী টোলগেট এলাকার একটি মাছ ধরার সামগ্রীর দোকান থেকে চুরি যায় প্রায় লক্ষাধিক টাকার মাছ ধরার ছিপ। গত ৭ ই জুন নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দোকানের মালিক বিপ্লব মণ্ডল।এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ির থানার পলিশ তদন্তে নেমে এই ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেফতার করে । ধৃতরা হল ফুলবাড়ীর পশ্চিম ধনতলা এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ মইনুদ্দিন খান এবং শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার বিরাজ বর্মন। এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফুলবাড়ীর মইনুদ্দিন খানের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সামগ্রী।।

ট্রাফিক কর্মীদের উপহার দিলেন পুলিশ সুপার

জলপাইগুড়ি ঃ জেলা পুলিশের উদ্যোগে ট্রাফিক কর্মীদের তুলে দেওয়া হলো ছাতা এবং কালো চশমা। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি তোয়ালা, পানীয় জল ও ওয়ারএস। বৃহস্পতিবার ধুপগুড়িতে একই কর্মসূচি শেষ করে ময়নাগুড়ির টেকাটুলি পথবন্ধু অফিসে এই কর্মসূচি করেন। এছাড়াও ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড় ও ইন্দিরা মোড়ও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন পুলিশ সুপার উমেশ গণপত খাণ্ডবাহালে।।

অবৈধ বালু পাচারের অভিযোগে ডাম্পারসহ চালক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ ফের অবৈধভাবে বালি পাচার আটক করল পুলিশ! ঘটনায় বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করার পাশাপাশি চালককে গ্রেফতার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত খড়িবাড়ি ব্লকের বাংলা - বিহার সীমান্তের চক্করমারিতে নাকা চেকিং তল্লাশি চালানোর সময় বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ডাম্পার চালক বালির রয়েলটি দেখাতে থাকায় আটক করে পুলিশ। পরে ডাম্পার চালকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম হরিশঙ্কর রায় (৪০) শিলিগুড়ি শালুগাড়ার বাসিন্দা। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গোটা ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ

মন্দির ভাঙাকে কেন্দ্র করে গখণ্ডতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল হট্টগোল। স্থানীয় কাউন্সিলরকে হেনস্থা করার অভিযোগ INTTUC সভাপতির বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি ঃ ফের উত্তপ্ত এনজেপি এলাকা।এবার এনজেপি এলাকায় তৃণমূলের কাউন্সিলরকে হেনস্থার মুখে পড়তে হল।বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজি মোড়ের কাছে মন্দিরের একাংশ ভাঙা নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়।সেই ঘটনা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।ওয়ার্ড কাউন্সিলর শম্পা নন্দীর অভিযোগ, নেতাজি মোড়ের কাছে এলাকার দীর্ঘদিনের পুরোনো মন্দির রয়েছে। এদিন সেই মন্দির ভেঙে দেওয়া খবর আসে। তা শুনে এলাকায় গেলে তাঁকে হেনস্থা করা হয়। গালিগালাজ করার পাশাপাশি ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ নিউ জলপাইগুড়ি শাখা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি সুজয় সরকার এবং তার অনুগামীরা হেনস্থা করে বলে অভিযোগ কাউন্সিলরের। এদিন মেয়র গৌতম দেবকে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়।অন্যদিকে শিলিগুড়ি টাউন ব্লক ৩ নিউ জলপাইগুড়ি শাখা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি সুজয় সরকার বলেন, এই মন্দির দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষার মরশুমে মন্দিরে জল পড়ে মায়ের মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।সেই কারণে মন্দিরকে নতুনভাবে নির্মাণ করার জন্য ভাঙা হচ্ছে। এদিকে ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড এবং আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে হিলকার্ট রোডে CPIM এর প্রতিবাদ সমাবেশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে ধারাবাহিক খুন সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিআইএম এর দার্জিলিং জেলা কমিটি। সমগ্র হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে মিছিল। গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ি শহরে একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে। আর এরই প্রতিবাদে এবার পথে নামল দার্জিলিং জেলা CPIM । বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়িতে সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবন এর সামনে থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে। এদিন এই মিছিলে নেতৃত্বে ছিলেন শিলিগুড়ি শহরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের আহবায়ক জীবেশ সরকার সহ অন্যান্য সিপিআইএম এর নেতৃত্বরা।

পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণের দাবিতে সরব বনবস্তি বাসিন্দারা

আলিপুরদুয়ারঃ পঞ্চায়েত ভোটের পূর্বে বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণের দাবিতে সরব বনবস্তি বাসিন্দারা। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবি মঞ্চের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।এদিন বনবস্তি বাসিন্দারা মিছিল করে আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যাতে এসে পৌছায় এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল জানান ২০০৬ সালে বনবস্তি বাসিন্দাদের জন্য বনাধিকার আইন পাশ হয় কিন্তু এখনও অবধি বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণ হয়নি।বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে বনাধিকার আইন সঠিক ভাবে রূপায়ণের জন্য।এছাড়াও সম্প্রতি বনসহায়ক নিয়োগ হচ্ছে বনদপ্তরে সেই নিয়োগে বনবস্তি বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে আঃেদালনে সামিল বনবস্তি বাসিন্দারা। বনবস্তি বাসিন্দারা জানান বনাধিকার আইনে গ্রামসভা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যেই রাজনৈতিক দল এই গ্রাম সভা মানবেনা তাদের রাজনৈতিক সভায় আমরা যাবোনা। এবং প্রয়োজনে আমরা ভোট বয়কটে সামিল হবো।

তীব্র দাবদাহে জলের জন্য হাহাকার।এলাকায় নেই কোন পিএইচই বা সাবমার্সিবল পাম্প

মালদহ ঃ তীব্র দাবদাহে জলের জন্য হাহাকার।এলাকায় নেই কোন পিএইচই বা সাবমার্সিবল পাম্প। ৫০ টাকা দিয়ে জল কিনে খেতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ এলাকাবাসীর।এদিকে দুয়ারে কড়া নাড়ছে পঞ্চায়েত ভোট। কিন্তু ভোট চলে এলেও জল সমস্যার সমাধান হয়নি। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে হাজির হবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।কিন্তু আর কোন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে নারাজ এলাকাবাসী। জলের সমস্যা সমাধান না হলে ভোট বয়কটের হুশিয়ারি। শুক্রবার গ্রামীণ সড়ক অবরোধ করে কলসি বালতি রেখে টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাসিন্দারা। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভক্তিপুর দাস পাড়ার ঘটনা ।শতাধিক পরিবারের বাস ওই এলাকায়। বেশিরভাগ মানুষই কৃষিজীবী। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে।ফলে বাড়িতে ব্যক্তিগতভাবে সাব মার্সিবল পাম্প বা নলকূপের ব্যবস্থা করতে পারেনি। এলাকায় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বসানো হয়নি কোন সাব মার্সিবল পাম্প। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে বারবার বলা হলেও কর্ণপাত করেননি তিনি। পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই তাই বিক্ষোভের পথ বেছে নিল এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর অভিযোগ এলাকার একটি বিদ্যালয় থেকে জল আনতে গেলে সেখানেও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।ফলে দেখা দিয়েছে ব্যাপক জল সংকট। এমতাবস্থায় সমস্যার সমাধান না হলে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সাধারণ মানুষ। রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল পরিচালিত। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও শাসকদলের। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ কাজ করার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে কাজ করেছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও জলকষ্টের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য কাবুল দাস।সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি। এলাকা বাসীর কাছে বিজেপি নেতৃত্বের আবেদন ভোট বয়কট না করে ভোটের মাধ্যমে জবাব দিক সঠিকভাবে। অন্যদিকে কংগ্রেস এবং সিপিআইএমও কাঠগড়ায় তুলেছে তৃণমূলকে।তৃণমূল শুধু কাটমানির ভাগ করতেই বসত।কখন মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে তারা জানেননা।ভোটের মুখে মানুষ জবাব দিচ্ছে তৃণমূলকে।ভ্রাম্যমান ট্যাঙ্ক করে জল পৌঁছে দেওয়া হবে এলাকায়।আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও। গ্রামের বধূ সবনম বিবি ও মালা দাসীরা জানালেন,গ্রামে অনকে কাজ হয়নি।তবে আমরা মেনে নিয়েছি।কিন্তু এই গরমে জল পাচ্ছিনা।সরকারকে ভাবা উচিত।জলের জন্য অনেকটা দূর মাঠে যেতে হচ্ছে।সেচের জল ঘরে আনত হয় কোনোরকমে।গ্রামে চাপাকল থাকলেও খড়ায় জল উঠছে না।সরকারি ভাবে নেই সাবমার্সিবল পাম্প।কি করে ভোট দিব।

পর্যাপ্ত রেশন না পেয়ে কর্মী সহ খাদ্য বণ্টন কেন্দ্রে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসী শ্রমিকদের

জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ চা বাগানের অর্ধাহারে বেরিয়ে এসেছে শরীরের হাড়,পর্যাপ্ত রেশন না পেয়ে কর্মী সহ খাদ্য বণ্টন কেন্দ্রে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ আদিবাসী শ্রমিকদের।জলপাইগুড়ি জেলার আর পাঁচটি বন্ধ চা বাগানের মতোই অবস্থা সদর ব্লকের রায়পুর চা বাগানের।দীর্ঘ চার বছর ধরে দফায় দফায় বন্ধ চা বাগান।এক দিকে নেই কাজ এবং উপার্জন, বেচেঁ থাকার উপায় বলতে সম্বল খাদ্য সাথীর চাল,আটা,এবারে সেই ক্ষেত্রেও উঠলো বেনিয়মের অভিযোগ।বৃহস্পতিবার এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পরে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যাপ্ত রেশন সামগ্রী না পাওয়া চা বাগানের শ্রমিকেরা।এলাকার রেশন বণ্টন কেন্দ্রে আসা কর্মীদের সহকারে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পরে আধ পেটা খেয়ে দিন গুজরান করে আসা অসহায় শ্রমিকেরা।রেশন না পেয়ে আন্দোলনে সামিল রাজ কুমার নায়ক বলেন,আমাদের পরিমাণে কম রেশন দেওয়া হয়, যাতে পরিবারের পেট ভরে না।আজ তাই রেশন গুদামে তালা লাগিয়ে দিয়েছি।অপরদিকে বন্ধ রায়পুর চা বাগানের শ্রমিক তথা এলাকার তৃনমূল দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, প্রধান হেমব্রম জানিয়েছেন।দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের প্রাপ্য রেশন দেয় না খাদ্য দপ্তর, এবারের ও চাহিদার তুলনায় কম পাঠিয়েছে রেশনের চাল, আটা।আমরা এক বারে সাড়া মাসের নির্দ্ধারিত ৩৫ কেজি চালই চাইছি।

ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের ডাকে ১২ ঘন্টার বাংলা বনধ

আলিপুরদুয়ার ঃ অদিবাসী ক্ষত্রিয় কুর্মিদের দ্বারা আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে, সরকারি মদতে CRI র রিপোর্টের পরিবর্তনের মাধ্যমে কুর্মিদের এসটি তালিকাভুক্তকরণ করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন। ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের ডাকে ১২ ঘন্টার বাংলা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টণগঞ্জে বনধের সমর্থনে পথে নামে মাঝি পরগনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা। সংগঠনের জেলা নেতৃত্বরা জানান আমরা এই বনধ কে সমর্থন জানিয়েছি। যদিও আলিপুরদুয়ার জেলার সর্বত্র এই বনধের প্রভাব পড়েনি।জেলার অন্যত্র এখন ওবধি সমস্ত কিছু স্বাভাবিক আছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বিজেপির মন্ডল সাধারণ সম্পাদক নিজের বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিজের বাড়িতেই খুনের ঘটনার পর ছয় দিন কেটে গেল এখনো দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার না হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক

কোচবিহার ঃ বিজেপির মন্ডল সাধারণ সম্পাদক নিজের বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিজের বাড়িতেই খুনের ঘটনার পর ছয় দিন কেটে গেল এখনো দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার না হওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের পুটিমারি এক গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলতলা এলাকায় খড়খড়িয়া গ্রামে প্রশান্তর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা সুচিত্রা রায় বসুনিয়া। এদিন মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক প্রশান্তর বাবা ও মাকে খুনের ঘটনার যাতে দ্রুত তদন্ত এবং দোষীরা গ্রেপ্তার হয় তার জন্য আশ্বস্ত করেন।

প্রশান্তর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ জানান, এই অঞ্চলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন প্রশান্ত। যার দক্ষ নেতৃত্বে গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল। বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় প্রশান্ত বাড়িতে থাকতে পারেনি। বাইরে বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন রাজ্যে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পরেই মর্মান্তিক ঘটনা। প্রশান্তর খুনের ঘটনা এই ক্ষতি আমরা পূরণ করতে পারব না। যারা অভিযুক্ত রয়েছে তারা যদি ভেবে থাকে এত বড় অপরাধ করার পরেও বেঁচে যাবে তারা ভুল ভাবছে। আইন কাউকেই ক্ষমা করবে না। যারা।

এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার শিমুলতলা থেকে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি— এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার শিমুলতলা থেকে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ তোলা হল শিলিগুড়ি আদালতে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যায়। জানা যায় ধৃত দুই যুবক ওই নির্যাতিতা যুবতীর বন্ধু। গতকাল তারা ওই যুবতীকে ডেকে নিয়ে যায় এবং শিমুলতলা চা বাগানে নিয়ে গিয়ে তার গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরেই রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই যুবতীর পরিবার। অভিযোগের পেয়েই কিছুক্ষনের মধ্যেই ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম নিলয় সরকার ও আকাশ মন্ডল। ধৃত দুজনকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেট থেকে পুরোনো কর্মী ছাটাই করে নতুন কর্মী আনার বিরোধিতা করে মার্কেট চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে

শিলিগুড়ি— শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেট থেকে পুরোনো কর্মী ছাটাই করে নতুন কর্মী আনার বিরোধিতা করে মার্কেট চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। এর পাশাপাশি মার্কেট নিয়ে একাধিক দাবি তুলে ধরেন তিনি।শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটের পুরোনো কর্মী ছাটাই করে বাইরে থেকে নতুন কর্মী আনার অভিযোগ ওঠে মার্কেটের এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে একাধিকবার থানায় অভিযোগ করা হলেও কোনো কাজ হয় নি বলে অভিযোগ তোলেন কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। ফলে বৃহস্পতিবার মার্কেট চত্বরে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন দিলীপ বর্মন। এর পাশাপাশি মার্কেটে আরো বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, তা সমাধানেরও তিনি দাবি তোলেন এদিন।

দিনে দুপুরে ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের অপারেটরের কাছ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ছিনতাই। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ওই অপারেটর

কোচবিহার ঃ দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক ছিনতাই এর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে। কোচবিহারের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাংকের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের এক অপারেটরের কাছ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীদের বিয়ারের বোতল এবং বাশের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের অপারেটর দিবাকর সরকার। জানা যায় আজ সকাল দশটা নাগাদ বলরামপুর কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দিবাকর সরকার দেওয়ানহাটের তার গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় কোপামারী এলাকায় কিছু দুষ্কৃতী একটি গাড়িতে করে এসে প্রথমে তার ওপর হামলা চালায়। দিবাকর সরকার বাইক থেকে পড়ে গেলে তাকে বাস এবং বিয়ারের বোতল দিয়ে আঘাত করা হয় এবং তার কাছে থাকা সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, মোবাইল ল্যাপটপ ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের আরও নতুন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নিবে রাজ্য সরকার

মালদা ঃ রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের আরও নতুন কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নিবে রাজ্য সরকার। তবে বিরোধীদল যাই বলুক না কেন, রেশন ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত অনিয়মের কোন প্রশ্ন তুলতে পারি নি কেন্দ্র সরকার। বৃহস্পতিবার মালদায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে এসে সরাসরি সাংবাদিকদের সামনে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী রথীন ঘোষ।

এদিন মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে মালদা , মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মোট চার জেলার খাদ্য নিয়ামক দপ্তর সহ প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। সেখানেই বিভিন্ন জেলার রেশন ব্যবস্থা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য প্রক্রিয়ার বিষয়গুলিও জানতে চান মন্ত্রী। মালদা সহ চারটি জেলাতেই সাধারণ মানুষদের রেশন ব্যবস্থা মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী বন্টনের প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই চলছে তা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ।

রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, এদিন রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে চার জেলা নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। তাতে রেশন ব্যবস্থা, দুয়ারে রেশন সহ একাধিক বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এদিন মতামত বিনিময় করা হয়েছে। চার জেলার পারফরম্যান্স খুবই ভালো। সে বিষয়েও সমস্ত রিপোর্ট আমরা দেখেছি।

খাদ্য মন্ত্রী এদিন আরো বলেন, আগামীতে এই রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আরও নতুন কিছু নিত্য প্রযোজনীয় সামগ্রী বন্টন করা যায় কিনা সে ব্যাপারে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে এদিন বিরোধীদের প্রসঙ্গে মন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, এরাজ্যের রেশন ব্যবস্থায় বিরোধীরা যতই অভিযোগ তুলুক না কেন, কোনরকম অনিয়ম হয় নি, এটা কেন্দ্র সরকারের রিপোর্ট। তাই কেউ যদি পরিকল্পনা করে কেচ্ছা করার চেষ্টা করে তাতে কোন লাভ হবে না। রাজ্যে সাধারন মানুষের রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে নিয়মিত খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করতে পারেন সে ব্যাপারেই প্রতিটি জেলাতেই এই ধরনের রিভিউ মিটিং করা হচ্ছে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের পর বিভিন্ন রেশন ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়েও বৈঠক করার কথা বলেছেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যানের রহস্যজনক মৃত্যুতে চার তৃণমূল নেতার নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের

মালদা ঃ তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যানের রহস্যজনক মৃত্যুতে চার তৃণমূল নেতার নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ মৃতের পরিবারের জন্য সুরাহার দাবীতে মৃতদেহ আটকে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। ঘটনাস্থলে হাজির জেলা তৃণমূল সভাপতি সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা মালদার হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর কালীতলা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। উল্লেখ্য ১১ দিনের লড়াই শেষ। কলকাতার একটি হাসপাতালে মৃত্যু হল মালদার হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শিবানন্দ শর্মার। আজ বৃহস্পতিবার নিথর মৃতদেহ গ্রামে ফিরতে গোটা এলাকায় চোকের ছায়া নেমে আসে। পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন মালদার হবিবপুর ব্লকের ঋষিপুর অঞ্চলের কালিতলা এলাকার বাসিন্দা, তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল চেয়ারম্যান শিবানন্দ শর্মার। যদিও ঘটনার পর ওই তৃণমূল নেতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পনা করে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে। এই ঘটনার পর আহত ওই তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে প্রথমে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।পরে তার মৃত্যু হয়। জানা যায় বুধবার ময়না তদন্তের পর বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেতার দেহ গ্রামে ফিরতেই।গ্রামবাসী সহ পরিবারের লোকজন বাড়িতে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ করতে থাকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ, এছাড়াও খবর পেয়ে পৌছাই তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রহিম বক্সি জেলা সভাপতি কে পেয়ে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাবাসী ও পরিবারের অভিযোগ সঠিক তদন্ত করা দাবি সহ ওই পরিবারের রয়েছে স্ত্রীও দুই সন্তানকে নিয়ে কি করে পরিবার চলবে এই নিয়ে তদের সুরাহা দাবি জানিয়ে খুব প্রকাশ করে ক্ষোভ প্রকাশ করে । অবশেষে জেলা সভাপতি সেই পরিবারের পাশে থাকা সহ কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা সঠিক ভাবে তদন্ত করা হবে আশ্বাস দেয়া হলে মৃতদেহ বাড়ি থেকে বের করা হয়।

ক্ষত্রিয় কর্মীদের অনৈতিকভাবে আদিবাসীদের ইতিহাস মাধ্যমে রাজ্য সরকারের মদতে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ ক্ষত্রিয় কর্মীদের অনৈতিকভাবে আদিবাসীদের ইতিহাস মাধ্যমে রাজ্য সরকারের মদতে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। এদিন সারা রাজ্য জুড়ে ১২ ঘন্টা বন্ধ পালন করলেনপশ্চিমবঙ্গ ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন এর ডাকে রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট।সারা রাজ্যের পাশাপাশি মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় বন্ধের প্রভাব দেখা যায় । মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের আইহো বাসস্ট্যান্ডে সকাল থেকে ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন এর পক্ষ এদিন সকালে আইহো বাসস্ট্যান্ডে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ককে হাতে তীরে ধনুক নিয়ে, ধামসা বাদল বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আদিবাসী সংগঠনের কর্মীরা।জারজারে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক সকাল থেকে বিভিন্ন পণ্যবাহি গাড়ি, বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে। তাদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে আজকে এই বারো ঘন্টা বাংলা বন্ধ। তাদের দাবিগুলি হলো কুড়মি মাহাতোদের এসটি তালিকায় জাতে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তার জন্য আজকে ১২ ঘন্টা বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছে আদিবাসী সংগঠন তরফে এদিন প্রায় ২২ শাখ সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শিশুদের উদ্যানে তৈরী হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র

মালদা ঃ শিশুদের উদ্যানে তৈরী হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এমনই তুঘলকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভা। এহেন সিদ্ধান্তে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে মহিলারা।

ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯নং ওয়ার্ডে কৃষ্ণপল্লী বাপুজী কলোনীতে 'দীপাঞ্জন শিশু উদ্যান 'নামে একটি পার্ক রয়েছে। এলাকার শিশুরা এই পার্কেই খেলাধুলা করে। শুধু তাই নয় এলাকাবাসীরাও এই পার্কে শরীরচর্চাও করেন। পুর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা পার্কটি অপরিচ্ছন্ন হলেও ঘিঞ্জি এলাকার একমাত্র অক্সিজেনের জোগান দেয় এই পার্কটি। ২০০২ সালে তৎকালীন মন্ত্রী তথা জেলার বাম নেতা শৈলেন সরকার এই শিশু উদ্যানটির সূচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ এই শিশু উদ্যানের জমিতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছে ইংরেজবাজার পুরসভা। ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন দুইবার পার্ক সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে তা ভগ্নপ্রায়। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর পুর এলাকায় স্বাস্থ্যদপ্তর তৈরীর প্রস্তাব দিয়েছে। তাই পার্কের জমিতেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিছু লোক ভাল কাজ পছন্দ করেন না। তাই আপত্তি করছেন। এলাকার বাম নেতা তথা প্রাক্তণ কাউন্সিলার দুলাল চন্দ্র চাকী বলেন গরীব মানুষের বসবাস এই অঞ্চলে। এই পার্কটুকুই ফাঁকা জমি। পাশেই মেডিক্যাল কলেজ। তাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা এলাকাবাসীর মতামত নেওয়া হোক। তবে তার দাবী এলাকাবাসী এই পার্ক রাখার পক্ষেই রয়েছেন। এলাকাবাসী অনুরাধা সিং,রুবি কর্মাকাররা জানান এইটি দীর্ঘদিনের পার্ক। এই শিশু উদ্যান বন্ধ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন নেই।

অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো পরপর আটটি দোকান

মালদা ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো পরপর আটটি দোকান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কয়েক কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায়। গভীর রাতেই এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পরে খবর পেয়ে আসে গাজোল থানার পুলিশও। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় ফার্নিচারের দোকান বেশি ছিল । এছাড়াও ষ্টেশনারি, মুদির দোকানে রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে আটটি দোকান পুরোপুরি পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী খোকন দাস, সুশান্ত দাস, পরেশ কীর্তনীয়াদের বক্তব্য, এই ঘটনার পিছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমাদের ধারণা দোকানগুলিতে কোনোরকম চক্রান্ত করে দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নইলে এভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সবমিলিয়ে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে দমকলের কর্মীরা এখনো পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিষয় পরিষ্কার করে কিছু জানাতে পারেন নি।

৮১নম্বর জ্যাতীয় সড়ক অবরোধ

মালদা ঃ পানীয় জলের দাবিতে চাচোল হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো রহমতপুর পূর্ব পাড়ার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীর অভিযোগ, এলাকায় নেই কোন সবমারসাল।পিএইচ রয়েছে কিন্তু পিএইচের জল থেকে বঞ্চিত রয়েছে এলাকাবাসী।কল থেকে জলস্তর নেমে যাওয়ায় পুকুর থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে।পানীয় জলের সমস্যার কথা প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। তাই আজ গ্রামের মহিলারা ও ও পুরুষেরা দলবদ্ধ ভাবে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।এর পর কলসি বালতি রেখে বিক্ষোভ দেখায়।

উত্তরবঙ্গ কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি নিয়ে এবার বিজেপি কে আল্টিমেটাম দিলেন দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা অনন্ত মহারাজ

কোচবিহার ঃ উত্তরবঙ্গ কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি নিয়ে এবার বিজেপি কে আল্টিমেটাম দিলেন দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা অনন্ত মহারাজ। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গ কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা না করা হলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন সমর্থন করবে কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে। অনন্ত মহারাজের এই ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই চাপের মুখে বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী পরিস্কারভাবে জানিয়েছেন রাজ্য ভাগ চায় না বিজেপি। সেই জায়গায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন বিজেপি থেকে সরে গেলে স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির ভোট বাক্সে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। বিগত লোকসভা নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন সহ বিগত দিনের নির্বাচন গুলিতে সরাসরি ভাবে বিজেপিকে সমর্থন করেছিল দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। বিজেপির বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারে জনসভায় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল অনন্ত মহারাজকে। পৃথক রাজ্যের দাবীকে সামনে রেখেই বিগত দিনে দি গ্রেটার কুচবিহার পিপলস এসোসিয়েশন বিজেপিকে সরাসরি ভাবে সমর্থন করেছিল নির্বাচনগুলিতে। কিন্তু এবার বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের সেই সম্পর্কে কিছুটা হলেও চির ধরেছে। তাই বিজেপিকে চাপে রাখতে এবার সরাসরি আল্টিমেটাম দিলেন অনন্ত মহারাজ। অনন্ত মহারাজ কে পৃথক রাজ্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে সময়সীমা বেধে দেন। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। লোকসভা নির্বাচনের আগে যদি কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গ কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা না করে তাহলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দিন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন বিজেপিকে সমর্থন করবে কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে। অনন্ত মহারাজের এই বক্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই চাপের মুখে বিজেপি। কোচবিহার জেলা তথা উত্তরবঙ্গে তপশিলি ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে। গত লোকসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন পেয়ে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ব্যাপক ভালো ফল করেছে বিজেপি। সেই জায়গায় যদি দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অসোসিয়েশনের সমর্থন বিজেপি থেকে সরে যায় সেক্ষেত্রে আগামী লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ভরাডুবি হতে পারে বিজেপির। সেই জায়গায় দি গ্রেটার কোচবিহার পিপাস অ্যাসোসিয়েশনের সমর্থন কোন রাজনৈতিক দলের দিকে যাবে সেটাই এখন দেখার। বিগত দিনে দেখা গিয়েছে দি গ্রেটার কোচবিহার অ্যাসোসিয়েশনের অনন্ত মহারাজ দ্বারা আয়োজিত বীর চিলা রায়ের এর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গরমে হাসফাস অবস্থা বন্যপ্রাণীদের

জলপাইগুড়ি— তীব্র দাবদহে ক্লান্তির হাত থেকে বাঁচতে একটু ঠান্ডা জলে স্নান। আর এই স্নান যে শুধু মানুষই স্বস্তি পেয়ে থাকি তা নয়। জীবন মাত্রই শরীরে তাপমাত্রার পারদ তর তর করে বাড়ছে। কয়েকদিন ধরে গরমের যা দাপট। তাতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পশুপাখী, বন্যপ্রাণী সকলেরই ওষ্ঠাগত অবস্থা । আর এই গরমের হাত থেকে বাঁচতে জলপাইগুড়ি তিস্তা উদ্যানে স্নান করতে দেখা গেল এক দল বাঁদরকে। তিস্তাউদ্যানের ফোয়ারায় জলে স্নান করছে বাঁদরের দল। গরমের হাত থেকে একটু নিস্তার পেতে এই বাঁদরের দল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছোটাছুটি করছে। গরমে হাঁসফাস অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর লোকালয়ে বাঁদরের এই দৃশ্য দেখে ভিড় জমান পার্কে আসা ভ্রমনকারীরা। খুশি ছোট ছোট শিশুরাও। আর বাঁদরের এই দৃশ্য ফ্রেমবন্দি করতে দেখা গেল অনেককেই । পার্কে আসা রাজীব চৌধুরী বলেন, জলপাইগুড়ি শহরে অনেকদিন ধরে প্রচুর বাঁদর দল ঘুরে বেড়াতে দেখছি ।কিন্তু তিস্তা উদ্যানে দেখছি বাঁদর ঘুরে বেড়াচ্ছে অনায়াসে। আর কিছু বাঁদরকে দেখছি গরমের হাত থেকে বাঁচতে জলে স্নান করছে ।এই দৃশ্য দেখে খুবই ভাল লাগছে।

১২ ঘন্টা বাংলা বনর্ধ প্রায় দু'ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অবশেষে পুলিশ ও বিডিওর আশ্বাসে অবর ধে তুলে নিলেন আদিবাসী ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যরা

শিলিগুড়ি— ১২ ঘন্টা বাংলা বনর্ধ প্রায় দু'ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে অবশেষে পুলিশ ও বিডিওর আশ্বাসে অবর ধে তুলে নিলেন আদিবাসী ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যরা এদিন শিলিগুড়ি ঘোষপুকুর মোড়ে ফাঁসিদেওয়া খড়িবাড়ি নকশালবাড়ি বিধান নগরসহ বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষ এই বনর্ধ সমর্থনে।

রাজ্য জুড়ে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ১২ ঘণ্টা বন্ধের প্রভাব দেখা গেল মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের আইহো বাস স্ট্যান্ডে

মালদা— আজ রাজ্য জুড়ে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ১২ ঘণ্টা বন্ধের প্রভাব দেখা গেল মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের আইহো বাস স্ট্যান্ডে।বৃহস্পতিবার সকালে আইহো বাস স্ট্যান্ডে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মী সমর্থকরা তাদের দাবি তুলে ধরে পথ আটক করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ।এর ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয় ফলে সমস্যায় পড়তে হয় নৃত্য যাত্রীদের । এর পাশাপাশি ১২ ঘন্টা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হবিপুর থানার পুলিশ।আজকের এই অবরোধে নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির মালদা জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষ দুর্গা দাস কিসকু এবং তার সহপাঠীরা ।

৬ বছরের প্রেম প্রেমের ইতি টানতে ও চার হাত এক করতে বিয়ের ধর্নায় বসল প্রেমিক!

কোচবিহার ঃ ৬ বছরের প্রেম প্রেমের ইতি টানতে ও চার হাত এক করতে বিয়ের ধর্নায় বসল প্রেমিক!প্রেমিকার অন্য জায়গায় বিয়ের দেখাশোনা চলছে। খবর পাওয়া মাত্রই প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলো প্রেমিক গোপাল অধিকারী । চার বছর আগে ধূপগুরিতে ঠিক আজকের দিনে প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধরনায় বসেছিল প্রেমিক অনন্ত বর্মন। দীর্ঘ তালবাহানার পর ভালোবাসা পূর্ণতা পায় অনন্ত বর্মন ও লিপিকার। আজ তাদের চার বছরের বিবাহ বার্ষিকী। এদিকে, প্রেমিকার বাড়ির সামনে বিয়ের জন্য প্রেমিকের ধর্নায় বসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই এলাকায় প্রচুর মানুষ ভিড় জমায়। নিজেদের সম্পর্কের প্রমাণ স্বরূপ দুজনের ছবি হাতে নিয়ে ধর্নায় বসে যুবক। আর তা দেখতেই ভিড় জমান এলাকাবাসী। তুফানগঞ্জ দুই ২ ব্লকের বারাকালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিঙ্গাপূর্নি এলাকায় ধর্নায় বসে প্রেমিক গোপাল অধিকারী তার বাড়ি তার বাড়ি বক্সিরহাট থেটার পাড় এলকায়। যদিও এই সম্পর্ক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ওই তরুণীর কাছ থেকে। তবে এই বিষয়ে গোপাল অধিকারী নামে ওই যুবকের দাবি ৬ বছর আগে কলেজে পড়াশোনা করার সময় ঝিঙ্গাপূর্নি এলাকায় এক যুবতীর সাথে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে প্রথম থেকেই দুই বাড়িতে জানত। প্রায় তাদের সম্পর্ক ৫ বছর হওয়ার পরেও বেশ ভালোভাবেই চলছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু গত এক মাস আগের থেকে তার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় ওই যুবতী। পরবর্তীতে সে খবর পায় যে ওই যুবতীকে অন্য জাগায় বিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে তার পরিবারের লোকজন এই খবর জানামাত্রই তাদের সম্পর্কের প্রমাণস্বরূপ ছবি হাতে নিয়ে প্রেমিকার বাড়ির সামনে ধরনায় বসে ওই যুবক। পরবর্তীতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

কোচবিহারের রাজ পরিবারের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে কাল্চিনিতেপ্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস

আলিপুরদুয়ার ঃ কোচবিহারের রাজ পরিবারের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে কালচিনিতে বৃহস্পতিবার দুফুরে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস । তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও জানান কোচবিহারের রাজ পরিবারের সম্বন্ধে বিহারের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদি কুরুচিকর মন্তব্য করেছে তার প্রতিবাদে এদিন আমরা কালচিনিতছ প্রতিবাদ মিছিল করলাম । এদিন কালচিনি থানা ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল কালচিনি বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা এবং পরবর্তীতে কালচিনি চৌপথি এলাকায় পথসভা হয়।

বৃদ্ধাশ্রম ঃ আমাদের দেশে কেন এতটা অজনপ্রিয়

ঢাকা ঃ অনেক বছর পশ্চিমা বিশ্বে থাকার সুবাদে জানি, ওখানে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বৃদ্ধাশ্রমে বা অ্যাসিস্টেড লিভিং ফ্যাসিলিটিতে যাওয়া খুব সাধারণ একটি ব্যাপার, বিশেষ করে কেউ যখন তাঁর নিজের কাজগুলো আর নিজে করতে পারেন না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃদ্ধাশ্রমে তাঁরা নিজের ইচ্ছাতেই যান। তার কারণ বিবিধ। অনেকে এতটাই স্বাধীনচেতা যে বৃদ্ধ বয়সেও ছেলেমেয়ে বা পরিবারের অন্য কারও ওপর নির্ভরশীল হতে চান না। কেউ কেউ হয়তো বিয়েই করেননি বা সন্তান নেননি বা সঙ্গী বেঁচে নেই, তাই একাকিত্বে ভোগেন। কারও কারও ছেলেমেয়েরা হয়তো তাঁদের জীবনজীবিকা নিয়ে এত ব্যস্ত, বৃদ্ধ মাবাবাকে চাইলেও কাছে রাখার উপায় নেই। তা ছাড়া উন্নত দেশগুলোতে, বাসায় একজন দক্ষ সেবা প্রদানকারী রাখা প্রচণ্ড ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বেশির ভাগ মানুষের পক্ষেই সেই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে থাকলে, একদিকে যেমন তাঁদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, অন্যদিকে তেমনই তাঁরা পেয়ে যান অনেক সমবয়সী বা কাছাকাছি বয়সের মানুষদের, যাঁদের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অবসরে গল্পগুজব, সুখদুঃখের আলাপ করে সময় কাটে। আবার নিয়মিতভাবে বয়স এবং স্বাস্থ্য উপযোগী বিভিন্ন রকম ব্যায়াম, খেলাধুলা, ভ্রমণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকেন তাঁরা। নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবেরা আসেন দেখা করতে। সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁদের পছন্দের খাবার বা অন্য কোনো উপহার। সব মিলিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে তাঁরা আনন্দেই থাকেন। ভিয়েনাতে আমাদের বাড়ির কাছেই একটি বৃদ্ধাশ্রম আছে। আসাযাওয়ার পথে মাঝেমধ্যেই সুযোগ হয় সেখানকার প্রবীণ বাসিন্দাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম দেখার। এত ভালো লাগে দেখে যে, আমি নিজেও বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাব বলে ঠিক করেছি, যদি তত দিন বেঁচে থাকি। তবে আমাদের দেশের কথা আলাদা। আমাদের দেশে বৃদ্ধাশ্রমকে এখনো নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। কোনো মাবাবা তাঁদের নিজের ইচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে গেছেন, এমনটি শুনিনি। তার যথেষ্ট কারণও আছে। আমাদের দেশের সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে সামাজিক ও পারিবারিক নেটওয়ার্কগুলো উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বহন করে, সেখানে প্রবীণদের কাছে বৃদ্ধাশ্রম মানেই একটি জেলখানা।

সম্পাদকীয়

ভারত আর যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে নেপালকে সতর্ক করল চীন

ভারত আর যুক্তরাষ্ট্র নেপাল থেকে চীন-বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে পারে বলে নেপালকে সতর্ক করে দিয়েছে চীন। চীন সফররত নেপালের জাতীয় এসেম্বলির স্পিকার গণেশ প্রসাদ তিমিলসিনা বিবিসিকে জানিয়েছেন, এধরনের কার্যকলাপের ফলে তাদের (চীনের) সমস্যা হতে পারে। নেপালের জাতীয় এসেম্বলির স্পিকার মি. তিমিলসিনাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন চীনের ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লে জি। মি. লে জি এবং মি. তিমিলসিনার মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বিষয়টি উঠে আসে বলে বিবিসি জানতে পেরেছে। সাংহাই থেকে বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময়ে মি. তিমিলসিনা বলেন, নেপালের ভূখণ্ড ব্যবহার করে চীন-বিরোধী কাজ বন্ধের ব্যাপারে তারা খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি বলেন, নেপাল সরকার বারবার বলে এসেছে যে তারা নেপালে চীন বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে দেবে না। তারা (চীন) সতর্ক করেছে যে তিব্বতি শরণার্থীদের বেশে বা অন্য কোনওভাবে কেউ নেপালে প্রবেশ করে চীন বিরোধী কাজকর্ম চালাতে পারে। চীনা পক্ষও ইঙ্গিত দিয়েছে যে স্পিকার মি. তিমিলসিনার সঙ্গে বৈঠকে তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিনহুয়া সংবাদ এজেন্সিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে চীনের ন্যাশনাল কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লে জি বলেছেন যে দুই দেশের নিজেদের স্বার্থেই তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করা উচিত।

ঝাও লেজির উদ্ধৃতি দিয়ে ওই বিবৃতিতে বলা হয়, নেপালের এক-চীন নীতিতে সর্বদা অটল থাকার জন্য, চীনের স্বার্থকে সমর্থন করা এবং তাদের ভূখণ্ডকে কোনও চীন বিরোধী কাজে ব্যবহার করতে না দেওয়ার জন্য নেপাল প্রশংসনীয় কাজ করেছে। কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশনস নামের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতে, বিশ্বের সবথেকে জটিল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তাইওয়ান সহ বিভিন্ন ইস্যুতে দুই দেশের সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে নানা সময়েই। আবার সীমান্ত বিরোধের কারণে ভারত-চীন সম্পর্কও গত কয়েক বছর ধরে তিক্ত অবস্থায় পৌঁছিয়েছে, যার কোনও সমাধান এখনও পর্যন্ত হয় নি। নেপালের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত দীনেশ ভট্টরাইয়ের মতে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মতো দুটি শক্তিধর দেশ যেভাবে নেপাল নিয়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে, তা নিয়েই বেজিংয়ের উদ্বেগের প্রকাশ পেয়েছে চীনের সাম্প্রতিক বক্তব্যের মাধ্যমে। মি. ভট্টরাই নেপালের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টাও ছিলেন। তিনি বলেন, আমেরিকা নিয়ে চীনের উদ্বেগ আগে থেকেই ছিল। এমনকি গত বছর মিলিনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন বা এমসিসি চুক্তি সংসদে পাশ হলে তারা কোআর্সিভ ডিপ্লোম্যাসির কথা বলেছিল। এখন যখন ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখা যাচ্ছে, চীন ওই দুটি দেশকে একই বৃত্তে রেখে মন্তব্য করছেন বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের সচেতন হতে হবে। এই মন্তব্যে বোঝা যায় যে নেপাল বিদেশী শক্তিগুলির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার অবস্থায় পৌঁছতে পারে, বলছিলেন মি. ভট্টরাই। তিনি আরও বলেন, নেপাল একদিকে ভারত, অন্যদিকে চীনের মাঝামাঝি অবস্থান করে। ওই দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকতে পারে এবং পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে পারে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান গত জানুয়ারিতে মন্তব্য করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেপালকে তার ইন্দো-প্যাসিফিক নীতির অংশ বলে মনে করে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যা আশা করছে তা হল নেপালে চীনা প্রভাব কমাতে ভারত আরও জোরদার ভূমিকা রাখুক, কারণ ঐতিহাসিকভাবেই নেপালে ভারতের প্রভাব বেশি থেকেছে। গত বছর নেপাল যখন মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন নামে প্রায় ৬০ বিলিয়ন নেপালি রূপির একটি অনুদান অনুমোদন করে, তখনও যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন একে অপরের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিল। আবার ২০২০ সালের শেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিব্বতের প্রতি সমর্থন দেখানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করে। আইনটি মার্কিন সরকারকে তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপকারী যে কোনও চীনা কর্মকর্তার উপর আর্থিক এবং ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা দেয়।

জানা অজানা

যে কোনো পুরুষের বড় হওয়ার পিছনে একজন নারীর হাত থাকে

সুনীল কুমার দে

একজন নারীকে আমরা কন্যা রূপে,ভগিনী রূপে,পত্নী রূপে ও জননী রূপে পেয়ে থাকি। অর্থাৎ একজন নারীর মোটামোটি চারটি রূপ যথা,কন্যা,ভগিনী,পত্নী ও জননী।একজন নারী বা মেয়ে একজন পুরুষের জীবনে কন্যা রূপে,ভগিনী রূপে,পত্নী রূপে ও জননী রূপে এসে থাকে।এই চারটি রূপের কাজ প্রায় একই,স্নেহ,ভালোবাসা,মমতা,ও সেবা দেওয়া।তাই নারী ছাড়া পুরুষের জীবন অসম্পূর্ন।অবশ্য পুরুষ ছাড়াও নারীর জীবন মূল্যহীন।তাই দুজনই এক অন্যের পরিপূরক।

পুরো সৃষ্টি নারী বা প্রকৃতির জন্যই সুন্দর।জগতের যাবতীয় লীলা ও সৌন্দর্য নারীর জন্যই।যে কোনো পুরুষের পিছনে একজন নারী আছে,যে কোনো পুরুষের বড় হওয়ার পিছনেও একজন নারী আছে।যে কোনো মানুষের একজন সাধু,মহাত্মা,মহাপুরুষ হওয়ার পিছনে একজন নারীর ত্যাগ,তপস্যা,সেবা,স্নেহ,ভালোবাসা ও সহযোগিতা আছে সে কন্যা রূপে হউক,ভগিনী রূপে হউক,পত্নী রূপে হউক বা জননী রূপে হউক।সীতা দেবী যদি বিরোধ করতেন তাহলে রামচন্দ্র একজন প্রজাপালক, প্রজানুরঞ্জন ও পুরুষত্তম রাম হতে পারতেন না।রাধারানী যদি শ্রীকৃষ্ণের পথ আগলে রাখতেন তাহলে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনেই পড়ে থাকতেন,তার ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হতো না।বিষ্ণুপ্রিয়া যদি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কে সংসারে বেঁধে রাখতেন,সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি না দিতেন তাহলে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু হতে পারতেন না ও হরিনাম প্রচার করতে পারতেন না।মা শচীদেবী দেবী যদি তার পুত্র নিমাই কে সন্ন্যাসী হওয়ার অনুমতি না দিতেন তাহলে তিনি একজন সাধারণ সংসারী হয়ে সংসারে পড়ে থাকতেন।সারদা মা যদি গদাধার কে সংসার করার জন্য বাধ্য করতেন তাহলে তিনি ত্যাগের সম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হতে পারতেন না ও অবাদে হরিনাম ও মায়ের নাম করতে পারতেন না।আদি শঙ্করাচার্য্যের মা যদি তাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি না দিতেন তাহলে তিনি জগৎ গুরু শঙ্করাচার্য্য হতে পারতেন না।চার ধামের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না।পত্নী যশোধরা যদি গৌতমের পথ আগলে দাঁড়াতেন তাহলে তিনি বুদ্ধদেব হতে পারতেন না ও বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপক হতে পারতেন না।ভুবনেশ্বরী দেবী যদি বিলের বিয়ে দিতেন তাহলে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারতেন না।হিন্দু ধর্ম ও ভারত কে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না।বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না।ভগবতী দেবীর স্নেহ,ভালোবাসা ও সেবা না পেলে ঈশ্বর চন্দ্র দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হতে পারতেন না।প্রভাবতী দেবীর প্রভাব না থাকলে সুভাষ কোনোদিন নেতাজি হতে পারতেন না।এমনি ভাবে হাজার টা উদাহরণ আছে,যারাই জগতে পূজনীয় হয়েছেন,বড় হয়েছেন,বরনীয় হয়েছেন,স্মরণীয় হয়েছেন,মহান হয়েছেন তাদের সবার পিছনে কোনো না কোনো নারীর হাত অবশ্যই আছে।

চাঁদ কেন পৃথিবীর কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে?

শত শত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দিনের বেলার দৈর্ঘ্য গড়ে ১৩ ঘণ্টারও কম ছিল এবং এখন এটি বাড়ছে। এর পেছনে প্রধান কারণটি হলো চাঁদ এবং আমাদের মহাসাগরের মধ্যে সম্পর্ক। মানব ইতিহাসের পুরোটা জুড়ে পৃথিবীর ওপর চাঁদের উপস্থিতি একেবারে অবিচ্ছেদ্য, এবং খানিকটা ভুতুড়ে।

রিচার্ড গ্রে
প্রাবন্ধিক

এর মৃদু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার ছন্দ নির্ধারিত হয়, এর ফ্যাকাসে আলোয় অনেক প্রজাতির নিশাচর প্রাণী যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। বিশ্বে এপর্যন্ত যতগুলো সভ্যতা এসেছে তার সবাই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের ওপর ভিত্তি করে তাদের ক্যালেন্ডার কিংবা পঞ্জিকা তৈরি করেছে।

এবং কিছু কিছু প্রাণী, যেমন গুবরে পোকা, চাঁদের পীঠ থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো ব্যবহার করে রাতে চলাফেরা করে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হলো ঃকিছু কিছু তত্ত্ব অনুযায়ী, চাঁদ এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করতে সাহায্য করেছে যার মাধ্যমে আমাদের গ্রহে জীবনের বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে এবং এমনকি একেবারে গোড়ার দিকে চাঁদই পৃথিবীতে জীবন শুরু করতেও সাহায্য করেছে বলেও মনে করা হয়। আমাদের গ্রহের চারপাশে চাঁদের উদ্ভট কক্ষপথ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়া ব্যবস্থা তৈরিতে ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হয় যা আজ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে।

কিন্তু সেই চাঁদ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে তার সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অ্যাস্ট্রো-ব্যালের মাধ্যমে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু কখনই নিজে ঘুরপাক খায় না।

সে কারণে আমরা সব সময় চাঁদের একটি মাত্র পীঠই দেখতে পাই।

কিন্তু লুনার রিসেশন নামে এক প্রক্রিয়ার ফলে চাঁদ ধীরে ধীরে আমাদের গ্রহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অ্যাপোলো মিশনের মহাকাশচারীরা চাঁদের পীঠে যেসব রিফ্লেক্টার বা প্রতিফলক বসিয়েছিলেন তার ওপর লেজার রশ্মি নিক্ষেপ করে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি শতভাগ নির্ভুলতার সাথে পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন যে চাঁদ ঠিক কত দ্রুত গতিতে পৃথিবীর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তারা নিশ্চিত করছেন, চাঁদ প্রতি বছর ১.৫ ইঞ্চি (৩.৮ সেমি) হারে দূরে সরে যাচ্ছে। এবং এর ফলে আমাদের দিনের দৈর্ঘ্য একটু একটু করে বাড়ছে।

এসবই হচ্ছে জোয়ারের জন্য, বলছেন লন্ডনের রয়্যাল হলওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওফিজিক্সের অধ্যাপক ডেভিড ওয়ালথাম। চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তিনি গবেষণা করেন।

জোয়ারের টানের ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হয়ে আসে, এবং সেই শক্তিতে চাঁদে কৌণিক ভরবেগ তৈরি হয়।

মূলত, পৃথিবী তার কক্ষপথে ঘোরার সাথে সাথে একটু দূরে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমুদ্রে জোয়ার ও ভাটার সৃষ্টি করে।

এই জোয়ার সমুদ্রের জলকে 'ফুলিয়ে' দেয় যা উপবৃত্তের আকারে একবার চাঁদের অভিকর্ষের দিকে এবং অন্যবার বিপরীত দিকে প্রসারিত হয়।

কিন্তু যেহেতু পৃথিবী তার অক্ষের ওপর চাঁদের কক্ষপথের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতবেগে ঘুরছে, তাই চাঁদের নীচের সমুদ্রের অববাহিকাগুলোর সাথে ঘর্ষণের কারণে চাঁদ সেই জলকে টেনে ধরে রাখতে কাজ করে।

এর মানে হলো, সমুদ্রের জলের এই ফুলে ওঠার ব্যাপারটি ঘটে চাঁদের কক্ষপথের কিছুটা সামনে।

চাঁদ তখন এটিকে পেছনের দিকে টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করে। ফলে সামান্য হলেও এটি আমাদের গ্রহের ঘূর্ণন শক্তিকে কমিয়ে দেয়। চাঁদের শক্তি অর্জনের সময় পৃথিবীর আরও ঘূর্ণন ধীর হয়ে যায়, যার ফলে চাঁদ একটু ওপরের কক্ষপথে সরে আসে।

সর্বশেষ বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আমাদের গ্রহের ঘূর্ণনের এই ক্রমবর্ধমান ধীরগতির মানে হল যে ১৬০০ শতকের শেষের দিক থেকে পৃথিবীতে দিনের দৈর্ঘ্য প্রতি শতাব্দীতে গড়ে প্রায় ১.০৯ মিলি-সেকেন্ড হারে বেড়েছে।

চন্দ্র গ্রহণের ওপর প্রাচীন পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি অন্যান্য পরিমাপগুলিতে এই সংখ্যাকে আরও একটু বেশি করে দেখানো হয়েছে – প্রতি শতাব্দীতে ১.৭৮ মিলি-সেকেন্ড হারে।

এমনিতে এটি খুব বেশি বলে মনে না হলেও পৃথিবীর সাড়ে চারশো কোটি বছরের ইতিহাসে এটা এক গভীর পরিবর্তনকে তুলে ধরে।

সৌরজগতের জন্মের পরে প্রথম পাঁচ কোটি বছর পর বা তার কাছাকাছি সময়ে চাঁদ তৈরি হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

এনিয়ে সবচেয়ে বেশি যে তত্ত্বটিকে মেনে নেয়া হয় তা হলো ঃপৃথিবী যখন মাত্র গঠিত হয়েছে বা হচ্ছে, সে সময় মঙ্গল গ্রহের আকারের অন্য একটি বস্তু, যেটি থিয়া নামে পরিচিত, তার সাথে সংঘর্ষ ঘটে।

এর ফলে পৃথিবীর একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যাকে এখন আমরা চাঁদ বলে ডাকি।

পৃথিবীতে পাথরের স্তরের মধ্যে সংরক্ষিত ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে এখন যেটা স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো ঃ আজকের তুলনায় অতীতে চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছাকাছি জায়গায় ছিল।

বর্তমানে চাঁদের অবস্থান পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,০০০ কি.মি. (২,৩৮,৮৫৫ মাইল) দূরে।

কিন্তু একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৩২০ কোটি বছর আগে যখন পৃথিবীর টেকটনিক প্লেটগুলো মাত্র ঘুরতে শুরু করেছিল এবং মহাসাগরে বসবাসকারী অণুজীবগুলি নাইট্রোজেন খেতে শুরু করেছিল, সেই সময়ে চাঁদ পৃথিবী থেকে মাত্র ২,৭০,০০০ কি.মি. (১,৭০,০০০ মাইল) দূরে অবস্থিত ছিল, যা বর্তমান দূরত্বের তুলনায় প্রায় ৭০।

সেই সময় পৃথিবী এত দ্রুত গতিতে ঘুরতো যে তা দিনের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিয়েছিল। তখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুটি সূর্যোদয় এবং দুটি সূর্যাস্ত ছিল, এখনকার মতো একটি করে নয়, বলেছেন জার্মানির ফ্রিডরিশ শিলার ইউনিভার্সিটির ভূ-পদার্থবিদ টম ইউলেনফেল্ড।

এটি হয়তো দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কমিয়ে এনেছে এবং সালোক-সংশ্লেষণকারী যেসব জীব তাদের জৈব রসায়নকে প্রভাবিত করেছে।

তার এবং অন্যান্যদের গবেষণা থেকে যা জানা যাচ্ছে তা হলো, লুনার রিসেশনের হারও কিন্তু সব সময় একই ছিল না – সময়ের সাথে সাথে এর গতি কখনও বেড়েছে এবং আবার কখনও কমে গেছে।

আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সাল্টার ভূতাত্ত্বিক ভ্যানিনা লোপেজ ডি আজারেভিচের একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রায় ৫৫০-৬২৫ মিলিয়ন বছর আগে চাঁদ বছরে ২.৮ ইঞ্চি (৭ সেমি) পিছিয়ে যেতো।

চাঁদ যে গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায় তা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা ঘটবে, বলছেন মি. ইউলেনফেল্ড।

তবে, এর ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়ে চাঁদ বর্তমানের তুলনায় অনেক ধীর গতিতে দূরে সরে গিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা বর্তমানে এমন একটি সময়ের মধ্যে বাস করছি যখন এই দূরে সরে যাওয়া (লুনার রিসেশন)-এর হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি।

এই হারে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য চাঁদকে মাত্র দেড়শ কোটি বছর অপেক্ষা করতে হতো।

কিন্তু সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে চাঁদ তৈরি হওয়ার পর থেকে লুনার রিসেশনের যে প্রক্রিয়াটি ঘটছে তা অতীতে স্পষ্টতই অনেক ধীর গতির ছিল।

এমুহূর্তে জোয়ারের টান যা হওয়া উচিত তার চেয়েও তিনগুণ বেশি, জানালেন রয়্যাল হলওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড ওয়ালথাম।

এর পেছনে বড়ো কারণটি হতে পারে আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন।

পৃথিবীতে মহাদেশগুলি এখন যেভাবে অবস্থান করছে, তাতে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের অববাহিকায় একটি ধাক্কা তৈরি করছে, অর্থাৎ এই মহাসাগরে যে জল রয়েছে তা জোয়ারের কাছাকাছি হারে একবার সামনে এগিয়ে যায় এবং একবার পেছনে সরে আসে।

উদাহরণ দিয়ে ড. ওয়ালথাম বলছেন, মনে করুন একটি শিশুকে দোলনায় ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যদি প্রতিটি ধাক্কার সাথে সাথে একই গতিতে আরও ধাক্কা দেয়া হয়, তাহলে দেখবেন দোলনার উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

উত্তর আটলান্টিক যদি সামান্য একটু বেশি প্রশস্ত কিংবা সংকীর্ণ হতো তাহলে এমনটি ঘটতো না, বলছেন তিনি।

আমরা যেসব মডেল তৈরি করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যদি কয়েক মিলিয়ন বছর পিছিয়ে যান, তখন মহাদেশগুলির অবস্থান ভিন্ন ছিল বলে জোয়ারের শক্তিও খুবই কম ছিল।

কিন্তু ভবিষ্যতে এতে পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

মডেলিংগুলো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, এখন থেকে ১৫০ মিলিয়ন বছর পর একটি নতুন জোয়ারের অনুরণন দেখা দেবে এবং তারপর এখন থেকে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর পৃথিবীতে যখন একটি নতুন সুপার কন্টিনেন্ট বা অতিকায় মহাদেশ তৈরি হবে তখন এটি বিলুপ্ত হবে।

তাহলে, আমরা কি শেষ পর্যন্ত এমন কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পারি যেখানে পৃথিবীর আশেপাশে কোন চাঁদ থাকবে না?

বর্তমানে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাওয়ার হার এত উঁচু থাকার পরও, চাঁদ পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

প্রায় ৫০০ কোটি থেকে ১০০০ কোটি বছরের মধ্যে সম্ভবত সূর্যের বিপর্যয়মূলক মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তার অনেক আগেই সম্ভবত মানব সভ্যতা বিলীন হয়ে যাবে।

তবে যাই হোক, স্বল্প মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমবাহ এবং হিমশৈলগুলোতে আটকে থাকা জল গলে যাওয়ার পরিমাণ হ্রাস করে মানব সভ্যতা নিজেই দিনের দৈর্ঘ্য কিছুটা কমাতে একটা ভূমিকা পালন করতে পারে।

বরফ মূলত জোয়ারকে চেপে রাখে, ড. ওয়ালথাম উল্লেখ করছেন, প্রায় ৬০০-৯০০ মিলিয়ন বছর আগে যখন আমাদের গ্রহটি একটি 'স্নো বল' বা তুষারাচ্ছন্ন পৃথিবী নামে পরিচিত একটি বিশেষ হিমায়িত যুগে প্রবেশ করেছিল বলে মনে করা হয়, সেই সময় চাঁদের সরে যাওয়ার হার ছিল নাটকীয়ভাবে ধীর।

তত্ত্বগতভাবে, নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রামের মহাকাশচারীদের পরবর্তী দলটি যখন চাঁদের দিকে উড়ে যাবেন তখন তারা বলতে পারবেন যে ৬০ বছর আগে অ্যাপোলো প্রোগ্রামে তাদের পূর্বসূরিদের চেয়েও তারা বেশি দূরত্ব থেকে পৃথিবীর ফিরে তাকিয়েছেন।

(যদিও এটা নির্ভর করবে পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের কোন পয়েন্টে তারা গিয়ে পৌঁছুবেন। কারণ, এর সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে দূরের বিন্দুর মধ্যে দূরত্বটি প্রতি ২৯ দিনে ৪৩,০০০ কি.মি. পরিবর্তিত হয়)।

তবে আমাদের যারা এখন পৃথিবীতে আছি, তাদের জীবন এতটাই সংক্ষিপ্ত যে প্রতিটা দিনের দৈর্ঘ্যের সাথে একটি করে পিকোসেকেন্ড যোগ হচ্ছে, আপনি যদি একবার চোখের পলক ফেলেন, তাহলেই এটা আপনি দেখতে মিস করবেন।

প্রত্যেকের জীবনে বাবার ভূমিকা অপরিসীম

শংকর সাহা

সংস্কৃতের এই শ্লোকটি হয়তো আমাদের অনেকেই পরিচিত পাঠ্যবইতে পড়ার সুবাদে। পিতা স্বর্গ,পিতা ধর্ম,পিতাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা এই কথাগুলো হয়তো আমাদের কণ্ঠস্থ করতে হয়েছিল পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলার সুবাদে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি আজও হয়তো বা আমরা অনেকেই জানি না ?আজকাল দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় দৈনন্দিন সংবাদপত্রের পাতায় দেখা যায় অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিজেরাই নিজেদের সন্তানের কাছে অত্যাচারিত হচ্ছেন, উপেক্ষিত হয়েছেন ।অনেক সময় তাদের জীবনের শেষ ঠিকানা হয় বৃদ্ধাশ্রম । এমন খবরে অনেকে হয়তো ভাবেন তাদের জীবনের শেষ ঠিকানা কি এমন হতে পারে কিন্তু এরই মাঝে একটি ঘটনায় এই সমাজে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল বেনজির ভাবে। বস্তুত আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বাবা-মার ভূমিকা এক অপরিসীম। শত কষ্ট করে তারা মানুষ করেছেন আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবনে । যেমন শৈশবের দিনগুলোতে আমাদের প্রত্যেককেই নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় বাবা মায়েদের উপরে অন্যদিকে ঠিক তেমনি ভাবে বৃদ্ধ বয়সে বাবা মায়েদেরও একমাত্র অবলম্বন হলো নিজের সন্তানরা ।সন্তানের এ যেন এক মহান দায়িত্ব । এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কোনোভাবেই আমাদের নেই। আমরা সাংসারিক ও পারিবারিক পরিমন্ডলে থেকে যত ডিগ্রিধারী হইনা কেন নিজের আদর্শ ও মহানুভবতায় সমুজ্জ্বল থাকাটাই আসল শিক্ষা ।

প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার দিবসটি পালিত হয় পিতৃ দিবস । তাই বছরের শুধু একটি দিনই যথেষ্ট না বছরেরে সারাটি দিন এমন করেই পালিত হোক পিতৃদিবস।

সাময়িকী

আফ্রিকান নেতারা কি ইউক্রেনে শান্তি এনে দিতে পারবেন?

ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্য নিয়ে সাতটি আফ্রিকান দেশের নেতা মিলে এক শান্তি মিশন শুরু করেছেন। প্রথমে ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং পরে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করছেন তারা – এবং এ মিশনের প্রথম পর্বে তারা একটি ট্রেনে করে পোল্যান্ড হয়ে পৌঁছেছেন কিয়েভে। প্রশ্ন এটাই, তারা এ উদ্যোগে কতটা সাফল্য পেতে পারেন? এই প্রতিনিধিদলে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, সেনেগাল, কঙ্গো-ব্রাজাভিল, কমোরোস, জাম্বিয়া আর উগান্ডার নেতারা। এমন এক সময় এ সফর হচ্ছে যখন ইউক্রেন সবেমাত্র তাদের বহুল-আলোচিত পাল্টা অভিযান শুরু করেছে – যার লক্ষ্য পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের যেসব ভূমি এতদিনের যুদ্ধে রুশ নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সেগুলো পুনরুদ্ধার করা। এমন এক সময়ে এই মিশনের পক্ষে কী অর্জন করা সম্ভব – সেটা একটা প্রশ্ন। তারা যখন ইউক্রেনে পৌঁছান, ঠিক তখনই দেশটির রাজধানী কিয়েভে বিমান হামলার সতর্ক সংকেত দিতে সাইরেন বেজে ওঠে এবং বেশ কিছু ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে, কৃষ্ণসাগর থেকে বেশ কয়েকটি রুশ কালিবর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। শহরের পডিলস্কি এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। পরে কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎস্কো টেলিগ্রামে এক বার্তায় বলেন, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে এবং শহরের কোন আবাসিক ভবনের ক্ষতি হয়নি।

বারবারা প্লেট-আশার
কলামিস্ট

ইউক্রেনের বিমান বাহিনী বলেছে তারা মোট ১২টি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রি কুলেবা বলেন এসব ক্ষেপণাস্ত্র ছিল আফ্রিকার প্রতি রাশিয়ার বার্তা যে মি. পুতিন আরো যুদ্ধ চান, শান্তি নয়। একজন কূটনীতিক ওলেক্সান্দর শেরবা এক টুইট বার্তায় বলেন, কিয়েভে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মাধ্যমে 'আফ্রিকান নেতাদের স্বাগত জানাচ্ছেন' মি. পুতিন। কিয়েভে নামার পর আফ্রিকান নেতাদের রুশ হামলার কিছু নিদর্শন দেখানো হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা গত মাসে যখন এই আফ্রিকান শান্তি মিশনের কথা ঘোষণা করেছিলেন , তখন তিনি কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা সময়সীমার কথা বলেননি। বরং দেখা যাচ্ছে এরকম সম্ভাব্য শান্তিস্থাপনকারীদের ময়দানে ইতোমধ্যেই অনেক লোকের ভিড় জমে গেছে। চীন ও তুরস্কের নেতারা এবং পোপ ফ্রান্সিস – এরকম অনেকেই আছেন সেখানে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক কূটনীতিক ও বিশ্লেষক কিংসলে মাখুবেলা প্রশ্ন তোলেন, আফ্রিকান নেতাদের এই উদ্যোগের 'কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দুটা কী? এটা স্পষ্ট নয়। এটা কি আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধানদের একটা ফটো-অপ? আন্তর্জাতিক সংঘাতের ক্ষেত্রে সাধারণত আফ্রিকার নেতাদের এরকম সক্রিয়তা দেখা যায়না। সেদিক থেকে এই উদ্যোগ একটা বিরল ঘটনা। কারণ ইউক্রেন সংকটকে সাধারণত দেখা হয় রাশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যেকার একটা সংঘাত হিসেবে। গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের (আইসিজি) আফ্রিকা বিষয়ক পরিচালক মুরিথি মুথিগা বলছেন, আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে ঘটনা নিয়ে এ কূটনৈতিক উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান, কারণ আফ্রিকা অনেক দিন ধরেই জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে আরো জোরালো ভূমিকা পাবার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। এই উদ্যোগের ভিত্তি স্থাপন করেছেন ব্রাজাভিল ফাউন্ডেশন নামে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান জঁইভেস অলিভিয়ের। তিনি অবশ্য খুব বেশি বড় কোন লক্ষ্যের কথা বলছেন না। তার মতে লক্ষ্যটা হচ্ছে একটা সংলাপ শুরু করা, তা ছাড়া রুশ ও ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের জন্য কাজ করা।

আফ্রিকান দেশগুলোর কি সেরকম কোন প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে?

বিবিসির বিশ্লেষক অ্যারন আকিনিয়েমি বলছেন, আফ্রিকান নেতাদের এই ইউক্রেন শান্তি মিশন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন আফ্রিকান দেশগুলোর অনেকে। সামাজিক মাধ্যমে অনেকে সংশয় প্রকাশ করছেন যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ওপর প্রভাব ফেলার মতো কোন ক্ষমতা বা সুবিধা এই নেতাদের আছে কিনা।

পাঠকের চিঠি

তাঁহাকে কখনো ভোলার না

দেখতে দেখতে কয়েকটি বছর কেটে গেল ১৪ই জুনের সেই হৃদয়তাপিত দিন। এখনও অগণিত ভক্তের হৃদয়ে তিনি অমলিন, 'কাই পো ছে!'-,ছিছোড়ে,এম.এস.ধোনিঃদ্য আনটোল্ড স্টোরি,কেদারনাথ এই ছবিগুলো আজও দেখলে মনে হয় সেই প্রাণোচ্ছল,হাসিখুশি ছেলেটি এই পৃথিবীতে আর নেই তিনি সুশান্ত সিং রাজপুত। সেলুলয়েডের পর্দার এম.এস.ধোনী বা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর ঘটনায় দেশের অগণিত মানুষ শোকস্তব্ধ, বলিউড থেকে সমস্ত সিনেমীপ্রেমী মানুষেরা বাকরুদ্ধ হয়েছিলেন।তাঁহার এই অকালপ্রয়াণ যেমন মেনে নিতে পারেনন নি তাঁহার পরিবার অন্যদিকে অবিশ্বাস্য লেগেছে সকল ভক্তদেরও।আবেগে অনেকেরই চোখ হয়ে ওঠেছিল সেদিন অশ্রুসিক্ত। তারপরে কেটে গেল কয়েকটি মাস। জলও গড়াল অনেকটা।বিভিন্ন মিডিয়ার চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল তাকে নিয়েই। বিভিন্ন সোস্যাল সাইটে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ভক্তরা। সকলেই চেয়েছিলেন তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত হোক।

শংকর সাহা, দ.দিনাজপুর, প.ব.

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

শিলচরের গুরুচরণ মহাবিদ্যালয় সহ রাজ্যের আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়নি বলে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

আগামী আগস্টে অসম বিধানসভায় এই সংক্রান্তে বিল উত্থাপন করা হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ হঠাৎ এক খবরে রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে তোলপাড় লাগিয়ে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিশেষ করে শিলচরের গুরুচরণ মহাবিদ্যালয় সহ রাজ্যের আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে বলে সকাল থেকে প্রচার মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে রাজ্যের বিরোধীপক্ষ সহ একাংশ ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি সমাজের সচেতন মহল সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। তবে অবশেষে এই সংক্রান্তে মুখ খুললেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেছেন রাজ্যের আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত বাতিল হয়নি। এমনকি এক্ষেত্রে আগামী আগস্ট মাসের বিধানসভা অধিবেশনে বিল আনতে চলেছে সরকার। প্রসঙ্গত শুক্রবার সকাল রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কবিতা ঠেকা সাক্ষরিত আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা শিক্ষক সংক্রান্তে এক নির্দেশের কপি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে পৌঁছে যায়। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে ২০২৩ সালের ১৯ মে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেই মহাবিদ্যালয় গুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় উন্নীতকরণ করা হবে সেই মহাবিদ্যালয় গুলো কনস্টিটিউন্ট কলেজ হিসাবে থাকবে। তবে সেই নির্দেশে আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করণ বাতিল করার কোনো তথ্য নেই। তবে এক্ষেত্রে একাংশ সংবাদমাধ্যমে শিলচরের গুরুচরণ মহাবিদ্যালয় সহ রাজ্যের আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে বলে খবর প্রচারিত হয়েছে। অবশেষে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত কোন পরিস্থিতিতে বাতিল হয়নি। বাতিল হবেও না। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর দুই ধরনের কলেজ থাকে। এক হলো এফিলিয়েটেড কলেজ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কনস্টিটিউন্ট কলেজ। তবে একটি মহাবিদ্যালয়কে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই কলেজ গুলোর অস্তিত্ব বিলুপ করে লাভ নেই। ফলে মহাবিদ্যালয় গুলোকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউন্ট কলেজ হিসেবে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা বিভাগ। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সেই কনস্টিটিউন্ট কলেজের গবর্ণিং বডির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। তাছাড়া সেই কনস্টিটিউন্ট কলেজের অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার এর দায়িত্ব থাকবেন। ফলে কোনো কলেজ নেই হয়ে যাবে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন তিনি। শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন শিলচরের গুরুচরণ মহাবিদ্যালয়, সন্দিকৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়, শিবসাগর কলেজ, কোকরাঝাড় সরকারি মহাবিদ্যালয়, বঙ্গাইগাঁও কলেজ, জি বি কলেজ, নর্থ লক্ষীমপুর কলেজ, নগাঁও কলেজ সহ মোট আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যেই যাবতীয় আইন এবং নীতিনিয়মের খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেছে। আগামী আগস্ট মাসে অসম বিধানসভার অধিবেশনে এক্ষেত্রে বিল উত্থাপন করবে সরকার। তিনি বলেন সে কলেজটি আদৌ থাকবে কিনা সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ এসেছে। এক পক্ষ যদি বলছে কলেজগুলো সম্পূর্ণ সরিয়ে দিতে আবার অন্য পক্ষ কলেজ গুলোকে রাখতে চাইছে। তবে যাবতীয় বিষয় আলোচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে এই বিষয় সংক্রান্তে টুইট করেও নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভুল খবর। আটটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই বিষয় নিয়ে টুইট করে একই ধরনের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাছাড়া সন্দিকৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের জন্য নতুন জমি খোঁজা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আসিয়ানএর সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য আসিয়ানসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোর সক্রিয় ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। এ ছাড়া, তিনি মিয়ানমারে নির্বাচন অনুষ্ঠান, সশস্ত্র সংঘাতের অবসান এবং একটি বেসামরিক প্রশাসনের হাতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, গত ১৩-১৪ জুন, জেনেভা ভিত্তিক সেন্টার ফর হিউম্যানিটারিয়ান ডায়ালগের সহযোগিতায়, নরওয়েএর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আযোজিত দুই দিনের অসলো ফোরামে তার মত তুলে ধরেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে তার মতামত ভাগ করেন। ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীরা।বিভিন্ন সংকট সংঘাতের মধ্যস্থতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অবস্থা মূল্যায়ন করতে, অসলো ফোরামে শতাধিক আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী এবং বিশেষজ্ঞ অংশ নেন। ১৬ জুন পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই ফোরামে, ভূরাজনৈতিক হটস্পটগুলোতে বিশেষ করে ইউক্রেন, সুদান, ইয়েমেন মিয়ানমার, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়াসহ অন্যান্য সংঘাতপূর্ণ এলাকায় কূটনৈতিক উন্নয়ন এবং যুদ্ধ অবসানের পাশাপাশি সংঘাত প্রতিরোধ করার উপায় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। অসলো ফোরাম উদ্বোধন করেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোর।

উপস্থিত ছিলেন, নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া এবং কলম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর। শাহরিয়ার আলম নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানিকেন হুইটফিল্ড আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অসলোতে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নরওয়ের মৎস্য ও মহাসাগর নীতি বিষয়ক মন্ত্রী বিজরনার সেলনেস স্কেজেরান এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক স্টেট সেক্রেটারি এরলিং রিমেস্টাডের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন।

আগামী ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে ৩ থেকে ৯ বছরের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বুনিয়াদি সাক্ষর হিসাবে গড়ে তোলা লক্ষ্য বলে মন্তব্য শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

নিপুণ অসমের অধীনে প্রাক প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৭.৬০ লক্ষ বই পাঠানো বাহনের ফ্লাগ অফ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ২০২৩২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যাগত জ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভারম্ভ করা হয়েছে। প্রত্যেক শিশুর বিকাশ এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ বদ্ধপরিকর বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন আগামী ২০২৬২৭ সালের মধ্যে ৩ থেকে ৯ বছরের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বুনিয়াদি সাক্ষর হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। নিপুণ অসমের অধীনে প্রাক প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৭.৬০ লক্ষ বই পাঠানো বাহনের শিক্ষামন্ত্রী ফ্লাগ অফ করেছেন। মূলত অসমীয়া, বাংলা, বড়ো, মনিপুরী, মার এবং ইংরেজি ভাষায় এই বইগুলি ছাপানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যাগত জ্ঞানের জন্য গ্রহণ করা পদক্ষেপ হচ্ছে নিপুণ অসম। এর অধীনে শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রাক প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সমগ্র শিক্ষার সহযোগে মহানগরের নারাঙ্গী বন্দা স্থিত অসম রাজ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশন নিগমের কেন্দ্রীয় ভরাল থেকে ৮৭.৬০ লক্ষ বই এবং শিক্ষার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া বাহনের আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্ল্যাগ অফ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। এক্ষেত্রে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন ছাত্রছাত্রীরা প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীর থেকে প্রাথমিক শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও বহু ছাত্রছাত্রীদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা থেকে যায়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা সম্মুখীন হওয়া এই ধরনের অসুবিধা নির্মূল করার জন্য এই শিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন যেহেতু গ্রীস্মকালীন বন্ধ সমাগত। ফলে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা বই গুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা অনুশীলন করতে পারবে। এক্ষেত্রে সেই বই গুলোতে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য এবারের জিটোয়েন্টি সম্মেলনের অংশস্বরূপে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে জনভাগিদারি শীর্ষক বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যাগত জ্ঞান প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন অসমকে সারা দেশের ভিতরে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটি রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বুনিয়াদি সাক্ষরতা এবং সংখ্যাগত জ্ঞান বিষয়টি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিকাশের জন্য প্রযোগে করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। এদিনের অনুষ্ঠানে অসম রাজ্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং প্রকাশনীগম লিমিটেডের অধ্যক্ষ দেবানন্দ হাজারিকা, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সচিব এস এন চৌধুরী, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সঞ্চালিকা সুরঞ্জনা সেনাপতি, সমগ্র শিক্ষার কার্যবাহী সঞ্চালক সঞ্জয় দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অধিকার আদায় করেই ঘরে ফিরবে বিএনপি ঃ মির্জা ফখরুল

ঢাকা ঃ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এবার আওয়ামী লীগের কারচুপি বন্ধে নেতাকর্মীদের মাঠে থাকতে হবে। বিএনপি এবার মাঠে নেমেছে, তাদের অধিকার আদায় করেই ঘরে ফিরবে। শুক্রবার বিকালে সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজ মাঠে সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। বিএনপি মহাসচিব বলেন, সরকার বন্দুকের ভয় দেখিয়ে, গুম-খুনের মাধ্যমে জোর করে ক্ষমতা ধরে রেখেছে। এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। সরকার বিরোধী আন্দোলনে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানান তিনি। খালেদা জিয়ার মুক্তি, সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এবং ডাকসুর সাবেক ভিপি ও ঢাকা মহানগর বিএনপি'র আহবায়ক আমান উল্লাহ আমানের বিরুদ্ধে আদালতের রায়ের প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি এই সমাবেশের আয়োজন করে। প্রশাসনের প্রতি মির্জা ফখরুল বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার এদেশের শেষ সরকার নয়। আগামীতে এদেশে আরো সরকার গঠন হবে। তাই সকলকে তার নিজ নিজ জায়গা থেকে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। এদিকে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির অনেক নেতা গোপনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।এজন্য বিভিন্ন জায়গায় তারা দৌড়ঝাঁপ করছেন। শুক্রবার বিকালে রাজধানী ঢাকার মিরপুরে এক সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির নিজেদের দলের ওপরই নিয়ন্ত্রণ নেই। বিভিন্ন সিটি নির্বাচনে তাদের নেতাকর্মীরা প্রার্থী হয়েছেন। মির্জা ফখরুলের কথা শোনেনি। এখন তাদের অনেক নেতা আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে জায়গায় জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করছেন। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি জানে আগামী নির্বাচনে তাদের হেরে যাওয়ার ভয় রয়েছে। এজন্য তারা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। টাকা-পয়সা দিয়ে লবিস্ট নিয়োগ করে। লবিস্ট নিয়োগ করার এত টাকা বিএনপি কোথায় পায়। তিনি বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিএনপিও আসবে। অনেক দল আসবে। দলের অভাব হবে না। বিএনপি যতই ষড়যন্ত্র করুক, নির্বাচন এদেশে হবেই। ওবায়দুল কাদের আরো বলেন আমরা কারো ওপর হস্তক্ষেপ করি না। আমাদের নির্বাচনে বাইরের কোনো দেশের হস্তক্ষেপ চাই না। নিয়মকানুন মেনে নির্বাচনে যাচ্ছি। নির্বাচনের সময় নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান শেখ হাসিনাই থাকবেন।

তৃণমূল সাংসদের ভাইপো বিজেপিতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - ষোলো জুন বিকালে বোলপুর লোকসভাকেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ অসিত মালের ভাইপো রুপেশ মাল তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি যোগদান করে । রামপুরহাট বিজেপি কার্যালয়ে রুপেশের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ধ্রুব সাহা । রুপেশ মাল বলেন, তৃণমূল করতাম । দল আমাকে গুরুত্ব দেই নি । অযোগ্য লোকদের প্রার্থী করেছে তৃণমূল । মিল্টন রশিদ আমাকে জেলা পরিষদের টিকিটের জন্য বলেছিল । উন্নয়ন দেখে স্ত্রীর কথায় বিজেপিতে যোগদান করলাম । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, আগামীদিনে রুপেশের নেতৃত্বে তফশিলি সম্প্রদায়ের নেতারা বিজেপিতে যোগদান করবে ।

কড়িধ্যা থেকে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে তৃণমূল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - ষোলো জুন সন্ধ্যায় কড়িধ্যায় তৃনমূল কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । পরে একটি পথসভার মাধ্যমে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করে তৃণমূল । কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের সাতেরোটি আসন,পঞ্চায়েতসমিতির তিনটি এবং জেলাপরিষদের দুইটি আসনের তৃনমূল প্রাথীদের পরিচয় করিয়ে দেন বিধায়ক । পথসভায় বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, আমরা সারাবছর মানুষের জন্য কাজ করি । সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি এই বাংলায় একটা সিটও পাবে না । বীরভূম জেলার ১৬৭ গ্রামপঞ্চায়েত,উনিশটি পঞ্চায়েতসমিতি তৃণমূল পাবে । বীরভূম জেলাপরিষদের বাহান্নটি আসনের সবকটিই তৃণমূল পাবে । রেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে । কড়িধ্যা একসময় কংগ্রেসের দুর্গ ছিল । পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, উন্নয়ন মানুষের বড়ো হাতিয়ার । সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছে ।

জেলাশাসকের দরবারে বিজেপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ছিল বীরভূম জেলা । লাভপুর, নানুর,আমোদপুর,পুরন্দরপুর সহ একাধিক জায়গায় আক্রান্ত হয় বিজেপি কর্মী প্রার্থীরা । নানুরে আক্রান্ত হয় বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মন্ডল । এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল । বিজেপি রাজ্য সহসভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল, জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মন্ডল,কনভেনার অর্জুন সাহা, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল সহ বিজেপি নেতারা । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, বিরোধীদের মনোনয়ন করতে দেওয়া একটা নাটক । পুলিশ প্রশাসনের কিছু সৎ অফিসার আছেন তারা বোমা বারুদ উদ্ধার করছে । বাকি যে বোমা বারুদ উদ্ধার হচ্ছে না সেগুলো নিয়ে তৃনমূলের মাস্কেট বাহিনী হার্মাদ বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ।

প্রার্থীদের উপর লাগাতার হামলা,জেলাশাসকের দরবারে বিজেপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ছিল বীরভূম জেলা । লাভপুর, নানুর,আমোদপুর,পুরন্দরপুর সহ একাধিক জায়গায় আক্রান্ত হয় বিজেপি কর্মী প্রার্থীরা । নানুরে আক্রান্ত হয় বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মন্ডল । এই ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল । বিজেপি রাজ্য সহসভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল, জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মন্ডল, কনভেনার অর্জুন সাহা, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল সহ বিজেপি নেতারা । জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, বিরোধীদের মনোনয়ন করতে দেওয়া একটা নাটক । পুলিশ প্রশাসনের কিছু সৎ অফিসার আছেন তারা বোমা বারুদ উদ্ধার করছে । বাকি যে বোমা বারুদ উদ্ধার হচ্ছে না সেগুলো নিয়ে তৃনমূলের মাস্কেট বাহিনী হার্মাদ বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে । জেলাশাসক বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করে বেরোয় প্রতিনিধি দল । বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরণ মন্ডল বলেন, লাভপুর বিধায়ক মাইকিং করে মনোনয়ন জমা দিতে বলে তারপর উন্নয়নবাহিনী দাঁড় করিয়ে দেয় । এখন সর্পলেহনা,আলবাধা,কঙ্কালীতলা সহ একাধিক জায়গায় বিজেপি প্রার্থীদের হুমকি দিচ্ছে ঘর বাড়ি ভাঙচুর করছে তৃনমূলের উন্নয়ন বাহিনী । দুবরাজপুরের এক মহিলা প্রার্থীকে তুলে নিয়ে গিয়েছে । এখন ভাঙচুর তুলে নিয়ে যাওয়া করছে তৃনমূলের দুস্কৃতীবাহিনী । বিজেপি প্রার্থীদের সুরক্ষিত রাখতে নিরাপত্তা জোরদার করতে জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালাম ।

ব্রাজিলগিনি ম্যাচ মনে করিয়ে দিচ্ছে ৪১ বছর আগের 'সারিয়া ট্র্যাজেডি'

ব্রাজিল (ওয়েবডেস্ক) ঃ সেদিন সারিয়া স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৪৪ হাজার দর্শক। বিশ্বব্যাপী টিভিতে কতজন দর্শক ম্যাচটি দেখেছেন, সে হিসাব নেই। তবে সেই ম্যাচের স্মৃতিচারণায় অনেকেই বলেন, বিশ্বকাপের ইতিহাসে ওটাই নাকি সেরা ম্যাচ!

আবার কেউ কেউ এক কাঠি সরেসও। আগ বাড়িয়ে দাবি করে বসেন, এটাই ফুটবল ইতিহাসের সেরা ম্যাচ। আর গত ৪১ বছরে সে ম্যাচের একটি নামও পাকাপোক্ত ভিত গড়ে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়'ত্রাজেদিয়া দো সারিয়া' বা বাংলায় 'সারিয়া ট্র্যাজেডি'।

ব্রাজিলের পাঁড়ভক্তদের এতক্ষণে বুঝে ফেলার কথা কোন ম্যাচের কথা বলা হচ্ছে। ১৯৮২ স্পেন বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠা দলগুলোকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। 'সি' গ্রুপ থেকে নিজেদের শেষ ম্যাচে ব্রাজিলকে ৩২ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল ইতালি। বিদায়ঘণ্টা বেজেছিল ব্রাজিলের।

'রোমান্টিক কোচ'খ্যাত টেলে সান্তানার অধীনে সে বিশ্বকাপে সুন্দর ফুটবলের পসরা সাজিয়ে বসেছিল ব্রাজিল। সক্রেটিস, জিকো, ফ্যালকাও এবং এদেররা চোখধাঁধানো ফুটবল খেলেও ইতালির কাছে সেই হারে হয়ে যান ট্র্যাজেডির নায়কবলা হয়, '৮২'এর ব্রাজিল বিশ্বকাপ না জেতা সেরা দলগুলোর একটি।

জিকোসক্রেটিসদের বিপক্ষে দিনো জফপাওলো রসিদের সেই জয়কে 'দুর্ঘটনা' হিসেবে দেখেন অনেকে। কারও কাছে আবার ব্রাজিলের সেই হার সুন্দর ফুটবল বিপক্ষে বাস্তববাদী ফুটবলের জয়ঠিক এ কারণেই ব্রাজিলের সেই হারকে নাম দেওয়া হয়েছিল 'সারিয়া ট্র্যাজেডি'।

তা, এত দিন পর সেই ম্যাচ টেনে আনার কী কারণ? বাংলাদেশ সময় আজ রাত দেড়টায় এসপানিওলের মাঠ কর্নেলা এল প্রাত স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে গিনির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। লা লিগা থেকে মাত্রই অবনমিত হওয়া এসপানিওল আগে 'হোম ভেন্যু' হিসেবে সারিয়া স্টেডিয়াম ব্যবহার করত। ১৯৯৭ সালে স্টেডিয়ামটি ভেঙে ফেলা হয়। ২০০৯ সাল থেকে কর্নেলা এল প্রাত স্টেডিয়ামকে (গত সোমবার থেকে নাম পাল্টে রাখা হয়েছে স্টেজ ফ্রন্ট স্টেডিয়াম) হোম ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করছে এসপানিওল।

বার্সেলোনা শহরেই অবস্থান দুটি স্টেডিয়ামের। আর এসপানিওলের কোনো মাঠে ৪১ বছর পর এটাই হবে ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ। অর্থাৎ ১৯৮২ বিশ্বকাপে ইতালির বিপক্ষে সেই হারের পর এসপানিওলের স্টেডিয়ামে এটাই প্রথম ম্যাচ ব্রাজিলের। ৪১ বছর পর তাই 'সারিয়া ট্র্যাজেডি'র প্রসঙ্গ উঠে আসাই স্বাভাবিক।

ইতালির বিপক্ষে সে ম্যাচের আগে প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল ব্রাজিলকে ঘিরে। প্রথম রাউন্ডে সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্কটল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডকে হারানো ব্রাজিল দ্বিতীয় রাউন্ডে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ৩১ গোলে হারায়। সেই হারে বিদায় নিতে হয়েছিল ইতালির কাছে হেরে দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু করা মারিও কেম্পেসডিয়েগো ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনাকে। সেই বিশ্বকাপে মাঠে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন এসপানিওলের অফিশিয়াল হোসে মারিয়া কালজন। তিনি স্মৃতিচারণা করে কিছুদিন আগে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস'কে বলেছেন, আর্জেন্টিনাকে হারানোর পর ব্রাজিলকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়ে গিয়েছিল। কালজনের ভাষায়, 'আর্জেন্টিনাকে হারানোর পর সারিয়াতে ড্রামের আওয়াজ ও নাচের তালে সবকিছু জমিয়ে তুলেছিলেন ব্রাজিলের সমর্থকেরা।'

নিজেদের ১০০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে কাল রাতে ইউক্রেনের মুখোমুখি হয়েছিল জার্মানি কিন্তু পাওলো রসির হ্যাটট্রিকে শেষ বাঁশি বাজার পর চিরকালীন দুঃখ নিয়ে ফিরতে হয়েছিল ব্রাজিলের সমর্থকদের। কালজন স্মৃতিচারণা করে বলেছিলেন, 'সক্রেটিস আমার কাছে রসি, জিকো এবং ম্যারাডোনার চেয়েও বেশি কিছু ছিলেন। আর ব্রাজিলিয়ানরাও ড্রামের আওয়াজে সারিয়াকে জমিয়ে তুলেছিল। তারা আকাশ ঘুড়িতে ছেয়ে ফেলেছিল।'চার দশকের বেশি সময় পর সেই স্টেডিয়ামে আজ রাতে মাঠে নামবে ব্রাজিল। প্রতিপক্ষ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭৯তম দল গিনি হওয়ায় পা হড়কানোর শঙ্কা খুব সামান্যই ব্রাজিলের জন্য। যদিও এখনো স্থায়ী কোচ খুঁজে পায়নি ব্রাজিল। কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ব্রাজিল বাদ পড়ার পর কোচের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিতে। এরপর গত মার্চে খেলা একমাত্র আন্তর্জাতিক ম্যাচে মরক্কোর কাছে হেরেছে ব্রাজিল। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রামমন মেনেজেসের অধীনে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এই ম্যাচে কী করে, সেটাই দেখার বিষয়।

ব্রডের বলে আউট হয়ে যে রেকর্ড মনে করিয়ে দিলেন ওয়ার্নার

পর্থ ঃ ডেভিড ওয়ার্নারের জন্য রীতিমতো বিভীষিকা হয়ে উঠেছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। এবারের আগে ইংল্যান্ডে হওয়া সর্বশেষ অ্যাশেজেই আউট হয়েছেন ৭ বার। অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ওপেনার এবারও অ্যাশেজটা শুরু করেছেন ব্রডের বলে বোল্ড হয়ে। সব মিলিয়ে এই ইংলিশ পেসারের বলে ১৫ বার আউট হয়েছেন ওয়ার্নার।

আজ ব্রডের বলে আউট হয়ে টেস্ট ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ের একটি তালিকাতেও ঢুকে গেছেন এই ওপেনার। টেস্টে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাটসম্যানকে বেশিবার আউট করার তালিকার শীর্ষ দশে এখন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার ব্রড। ওয়ার্নার ও ব্রড যখন প্রসঙ্গটি ফিরিয়েছেনই, এই সুযোগে দেখে নেওয়া যেতে পারে তালিকার শীর্ষ দশ অবস্থান।

নির্দিষ্ট কোনো ব্যাটসম্যানকে বেশিবার আউটের রেকর্ডটি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেস বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রার। বার আউট করেছেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার কার্টলি অ্যামব্রোস ও কোর্টনি ওয়ালশ ইংল্যান্ডের মাইক আথারটনকে ১৯ এ তালিকায় আছেন ওপরের দিকেই।

১ বছর পর সেই শ্রীলঙ্কাতেই টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছেন আফ্রিদি

লন্ডন ঃ হাঁটুর চোট পাকিস্তানের পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে কম ভোগায়নি। গত বছরের জুলাইয়ে গলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাওয়া এই চোটের কারণে এক বছর টেস্ট ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে হয়েছে এই পেসারকে। সঙ্গে পাকিস্তানের টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের জয়ের স্বপ্নেও বড় ধাক্কা দিয়েছিল আফ্রিদির চোট। টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের কী হয়েছিল, সেই ঘটনা তো সবারই জানা। এরপর আবারও আফ্রিদি চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছেন। এবার ফিরছেন পাকিস্তানের টেস্ট দলেও। যে শ্রীলঙ্কায় চোট পেয়েছিলেন, সেই শ্রীলঙ্কাতেই তাদের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে মাঠে ফিরছেন আফ্রিদি।

আগামী জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। সিরিজের জন্য ঘোষিত ১৬ সদস্যের দলে প্রথমবারের মতো জায়গা পেয়েছেন ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ হুরাইরা ও অলরাউন্ডার আমির জামাল। গত ডিসেম্বর জানুয়ারিতে হওয়া পাকিস্তানের সর্বশেষ টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন শাহনেওয়াজ দাহানি, জাহিদ মাহমুদ ও কামরান গুলাম। ২৫ টেস্ট খেলা আফ্রিদি একটি কীর্তির সামনে দাঁড়িয়ে। টেস্টে ১০০ উইকেটের ক্লাবে জায়গা করে নিতে আফ্রিদির প্রয়োজন মাত্র ১ উইকেট। ঘরের মাঠে কয়েকটি টেস্ট সিরিজ মিস করা আফ্রিদি এক বছর পর সাদাপোশাকের ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে রোমাঞ্চিত, '১ বছর পর পাকিস্তানের টেস্ট দলে ফিরে আমি বেশ রোমাঞ্চিত। টেস্ট ক্রিকেটকে অনেক মিস করেছি, এই সংস্করণ থেকে দূরে থাকা আমার জন্য কঠিন। শ্রীলঙ্কায় পাওয়া চোটের কারণে ঘরের মাঠে পুরো মৌসুমটা মিস করেছি। একই দেশে প্রভাব বিস্তার করা পারফরম্যান্স আর ১০০ উইকেট পূর্ণ করতে আমি উন্মুখ হয়ে আছি। কঠিন সময়ে যেসব সমর্থক আমার পাশে ছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ দিতে চাই। সামনের চ্যালেঞ্জ নিতে আমি উন্মুখ হয়ে আছি।'

পাকিস্তানের টেস্ট দলে আছেন গ্লোবাল টিটোয়েন্টি লিগে দল পাওয়া উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানও। ২০ জুলাই থেকে ৬ আগস্টে এই টিটোয়েন্টি লিগ হওয়ার কথা। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের দুটি টেস্ট খেলার সম্ভাব্য তারিখ ১৬ থেকে ২৮ জুলাই। সে ক্ষেত্রে দল পেলেও প্রথম থেকে গ্লোবাল টিটোয়েন্টি লিগে খেলার সম্ভাবনা নেই রিজওয়ানের। রিজওয়ান ছাড়াও দলে আছেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান সরফরাজ আহমেদ। এ ছাড়া চার পেসার, চার স্পিনার ও ছয় ব্যাটসম্যান নিয়ে স্কোয়াড সাজিয়েছে পাকিস্তান।

কায়েদে আজম ট্রফিতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের কারণেই প্রথমবার দলে ডাক পেয়েছেন হুরাইরা। গত দুই মৌসুমে এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারও দুর্দান্ত। ২৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে হুরাইরার রান ২২৫২, গড় ৬৮.২৪। জাভেদ মিয়াঁদাদের পর পাকিস্তানের সর্বকনিষ্ঠ ট্রিপল সেঞ্চুরিয়ান এই হুরাইরা। ২১ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান সম্পর্কে শোয়েব মালিকের ভাতিজা। অন্যদিকে জামালের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট একেবারে নতুন নয়। গত বছরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টিটোয়েন্টি সিরিজে ডাক পেয়েছিলেন অলরাউন্ডার জামাল। প্রথম ম্যাচেই শেষ ওভারে মঈন আলী ডেভিড উইলির বিপক্ষে ১৪ রান ডিফেন্ড করেন আমির। ২০২২-২৩ মৌসুমে কায়েদে আজম ট্রফিতে পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছিলেন এই অলরাউন্ডার।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নতুন চক্রে (২০২৩-২০২৫) এটি হবে পাকিস্তানের প্রথম সিরিজ। ৯ জুলাই শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে দেশ ছাড়বেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।

রাশিয়া রণাঙ্গণে তাদের মৃত সৈনিকদের হিসাব রাখছে না তাই আমরা গুনছি

ইউক্রেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঐতিহাসিকভাবেই রাশিয়া সবসময় যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে খুবই গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করে। সুতরাং রাশিয়া যখন ইউক্রেনে হামলা শুরু করে তখন থেকেই বিবিসি এবং সহযোগীরা এই যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা যাচাই করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চলেছে।

আমাদের তৈরি নিশ্চিত মৃত্যুর তালিকায় মৃতের সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বলা যায়, রাশিয়ার দিকে নিহতের সংখ্যা এর নিচে কোনোভাবেই হয়নি। কারণ নিহতদের নামধামও জানা গেছে।

রুশ বাহিনীর ওপর এই যুদ্ধের পরিণতি কী হয়েছে মৃত্যুর এই সংখ্যা তার একটি সাক্ষাৎ প্রমাণ।

এই তালিকা অন্ধকারে থাকা শোকগ্রস্ত রুশ পরিবারগুলোকেও কিছু আলো দেখিয়েছে। বিবিসির এই অনুসন্ধানের আগে অনেক রুশ বাবামাই জানতেন না তাদের সন্তানের ভাগ্যে কী ঘটেছে।

দুই রুশ যোদ্ধার কাহিনী

রুশ স্পেশাল ফোর্সেসের একজন গ্রুপ লিডার সার্জেন্ট নিকিতা লোবুরেতজ, গত বছর মে মাসে পূর্ব ইউক্রেনের একটি গ্রামে নিহত হন। তার বয়স ছিল ২১।

তার প্রায় এক বছর পর বাখমুটের কাছে লড়াইয়ে আলেক্সান্ডার জুবাকভের মৃত্যুর কথা জানতে পারেন তার আত্মীয়স্বজন। ৩৪ বছরের জুবাকভ মাদকের মামলায় সাজা খাটছিলেন। জেল থেকে মুক্তির আশায় তিনি ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

বিবিসি এবং নিরপেক্ষ রুশ মিডিয়া সংস্থা মিডিয়াজোনা এবং সেইসাথে আরো কিছু স্বেচ্ছাসেবী মিলে যে ২৫ হাজার নিহতের তালিকা তৈরি করেছে এরা তাদের দুজন। সরকারি রিপোর্ট, সোশাল মিডিয়া, সংবাদপত্র এবং নতুন কবর এবং কবরের ওপর লাগানো ফলকের ভিত্তিতেই প্রধানত এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

ইউক্রেনে হামলার পর রুশ সেনাবাহিনী কীভাবে বদলে গেছে এই দুই ব্যক্তি তার একটি নমুনা। রণাঙ্গনে এখন যারা যুদ্ধ করছে তাদের অনেকেই বয়স্ক, তাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ নেই। ফলে, হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে।

কিন্তু যুদ্ধের শুরুর দিকে যেসব রুশ যোদ্ধার নিহত হওয়ার খবর বিবিসি পেয়েছে তাদের গড় বয়স ছিল ২১। নীচের র‍্যাংকের, কিন্তু পেশাদার সৈন্য যেমন, সার্জেন্ট নিকিতা লোবুরেতজ।

তার বাবা কনস্তান্তিনের ভাষ্যমতে, লোবুরেতজ একজন প্যারাট্রুপার বা ছত্রীসেনা হতে চেয়েছিলেন। সীমান্ত থেকে ৬০ মাইল দূরের শহর ব্রিয়ানস্কে স্কুলে পড়ার সময়ই তার এই স্বপ্ন ছিল। ফলে তখন থেকেই তিনি মার্শাল আর্ট এবং প্যারাসুট জাম্পিং শিখতে শুরু করেছিলেন। পরে লোবুরেতজ রুশ প্যারাট্রুপারদের এলিট প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি রিয়াজান হায়ার এয়ারবোর্ন স্কুলে সুযোগ পান। সেখান থেকে বেরিয়ে যোগ দেন রুশ সেনা গোয়েন্দা বাহিনী জিআরইউ-এর স্পেশাল ফোর্সেস ব্রিগেডে।

যুদ্ধ শুরুর মাস তিনেক পর সার্জেন্ট লোবুরেতজ এবং তার ব্রিগেড খারকিভ শহরে উত্তরে একটি গ্রামে অতর্কিত হামলার শিকার হয়। সেখানেই তিনি মারা যান বলে জানান তার বাবা।

তার শহরের কবরস্থানে তার কবর হয়েছে। তাকে মরণোত্তর অর্ডার অব কারেজ খেতাব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এক বছর পর রুশ বাহিনীতে এ বয়সের সৈনিকের মৃত্যু তেমন দেখা যাচ্ছেনা।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যেসব রুশ সৈন্য মারা যাচ্ছে তারা মাঝবয়েসী দাগী আসামী যাদের কারাগার থেকে নিয়োগ করে রণক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে।

আলেকজান্ডার জুবাকভের মত।

ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করা জুবকভের কোনো সামরিক র‍্যাংক ছিলনা। তার জন্ম রাশিয়ার উত্তরপশ্চিমের উপকূলীয় শহর সেভেরোডিনস্কে যেখানে রুশ নৌবাহিনীর বড় একটি শিপইয়ার্ড রয়েছে।

আদালতের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা যায় হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২০১৪ সালে তার যখন সাড়ে আট বছরের কারাদণ্ড হয় জুবাকভ ছিলেন বেকার। এক বাচ্চার বাবা।

২০২০ সালে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে পরের বছরেই তিনি মাদকের মামলায় পড়ে যান। ৬০০ গ্রাম অবৈধ সিনথেটিক মাদক পিভিপি সহ তাকে ধরা হয়।

আদালত তাকে আরো নয় বছরের কারাদণ্ড দেয়। এই সাজা কিছুটা লঘু ছিল, এবং আদালত তার কারণ হিসাবে বলে বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও তার ছোট একটি বাচ্চা রয়েছে এবং সেইসাথে বিকলাঙ্গ এক বোনকে তিনি দেখাশোনা করতেন।

ওয়াগনার গোষ্ঠী কারাগার থেকে যোদ্ধা নিয়োগ শুরু করলে, গত বছর নভেম্বরে জুবাকভ তাতে যোগ দেন। তাকে মাসে এক লাখ রুবল (১০০০ ডলার) বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ছয় মাস যুদ্ধের পর তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কিন্তু পাঁচ মাসের মাথায় বাখমুট শহর দখলের যুদ্ধে জুবাকভ মারা যান। তার নিজের শহরে ২৮ এপ্রিল তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

যে সৈন্যরা খরচের খাতায়

জুবাকভ এবং তার মত যোদ্ধাদের এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন তারা ডিসপোজেবল ট্রুপস অর্থাৎ তাদেরকে সহজে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় বলছেন লন্ডনে গবেষণা সংস্থা রুসির ড. জ্যাক ওয়াটলিং।

আমাদের জোগাড় করা নিহতের তালিকায় আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে ছিচকে চোর থেকে শুরু করে গ্যাং লিডার পর্যন্ত রয়েছে।

নিহত এক যোদ্ধার খবর নিয়ে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ করা ৯২ বছরের এক বৃদ্ধ সৈনিককে হত্যার দায়ে তার কারাদণ্ড হয়েছিল।

জানা গেছে, এদের ওপর নির্দেশ রয়েছে দলে দলে রণাঙ্গনে ইউক্রেন সৈন্যদের অবস্থানে গিয়ে একের পর এক হামলা করার। এদেরকে রণক্ষেত্রের একেবারে সম্মুখভাগে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে এবং ধরে নেয়া হচ্ছে লড়াই করতে করতে এরা মারা যাবে, বলেন ড. ওয়াটলিং। এবং সেই সুযোগে যাতে পরপরই রুশ সেনাবাহিনী দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

নিহতের পরিসংখ্যানেই এই কৌশল টের পাওয়া যায়।

যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে রাশিয়া অনেক পেশাদার সৈন্য হারিয়েছে। কিন্তু গত তিনমাসে, নিহতদের অধিকাংশই অপেশাদার যোদ্ধা।

ড ওয়াটলিং বলেন, রাশিয়া তাদের পেশাদার সৈনিকদের রক্ষা করছে। তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে মূলত দখল করা এলাকা ধরে রাখা এবং স্নাইপার হিসাবে। তবে সেই সাথে মাঝ মাঝে সুযোগ বুঝে বিশেষ ধরণের হামলা চালাচ্ছে নিয়মিত সৈন্যরা।

রুশ সেনাবাহিনীতে চৌকস সেনা কর্মকর্তার খুব বেশি সরবরাহ এখন নেই। বিবিসি কমপক্ষে ২১০০ রুশ সামরিক কর্মকর্তার নিহত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। কারণ পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় রুশ সেনাবাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে জুনিয়র কর্মকর্তাদের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল। ফলে তারা ঝুঁকিতে পড়ে। নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ২৪২ জন লে.কর্নেল বা তার ওপরের মর্যাদার সেনা কর্মকর্তা।

কমপক্ষে ১৫৯ জন পাইলট মারা গেছে। এদের জায়গা পূরণ সহজ নয়। তার জন্য দরকার কমপক্ষে সাত বছর এবং প্রচুর অর্থ।

এর ফলে অনেক সেনা কর্মকর্তা অবসরে যাওয়ার পরও সেনাবাহিনীতে ফিরে আসছেন। যেমন ঃ মেজর জেনারেল কানামাত বোতাশেভ।

অনুমতি ছাড়া একটি এসইউ২৭ বিমান চালানোর সময় সেটি বিধ্বস্ত হলে তাকে ২০১২ সালে জোর করে অবসরে পাঠানো হয়।

কিন্তু গত বছর মে মাসে তিনি একটি এসইউ২৫ বিমান চালাচ্ছিলেন যখন পূর্ব ইউক্রেনের লুহানস্কে তার বিমানটি গুলি করে নামানো হয়, এবং তিনি মারা যান।

তার চেয়েও বেশি বয়সী লোক যুদ্ধ করতে গিয়ে গেছেন। মিখাইল শুবালভ নামে ৭১ বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিদ্যুৎ শ্রমিক স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে গিয়ে ১০ ডিসেম্বর মারা যান।

একটি বিশ্বাসযোগ্য রেকর্ড

বিবিসির রুশ ভাষা বিভাগের সাংবাদিকরা এই গণনা শুরু করেন কারণ তারা মনে করেছিলেন এ ছাড়া কখনই হয়তো প্রাণহানির সঠিক চিত্র পাওয়া যাবেনা।

যুদ্ধে দুই পক্ষই তাদের ক্ষতি কমিয়ে দেখায়। ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া যুদ্ধে তাদের মৃত্যুর কথা চেপে রাখতে সবরকমের চেষ্টা করেছে।

চেচেন এবং আফগান যুদ্ধ শেষ হয়েছে বহুদিন আগে। এখনও নিহতের সত্যিকারের রেকর্ড পাওয়া দুষ্কর।

এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রাণহানির কথাও পুরোপুরি জানা যায়না।

মিডিয়াজোনা এবং রুশ স্বেচ্ছাসেবীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেসব তথ্য পাঠিয়েছেন বিবিসি সেগুলো হিসাব করেছে। সেইসাথে সরকারি কর্মকর্তাদের কথা, মিডিয়া রিপোর্ট এবং স্বজন এবং সোশাল মিডিয়ার তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবীরা সারাদেশের যুদ্ধে নিহতদের সমাধিস্থলগুলো ঘুরে নতুন কবর এবং নাম খুঁজে বের করেন। সেগুলোর ছবি তোলেন। এসময় ওয়াগানারের যোদ্ধাদের সমাহিত করতে সাতটি নতুন সমাধিস্থলের - ছয়টি রাশিয়ায় এবং একটি পূর্ব ইউক্রেনের লুহানস্কে - খোঁজ পান তারা। স্যাটেলাইটের ছবি থেকে দেখা গেছে দক্ষিণ রাশিয়ার বাকিন্সকায়ায় তেমন একটি নতুন সমাধিস্থল গত কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত আয়তনে বাড়ছে।

রাশিয়ার সরকার তাদের পক্ষে নিহতের সর্বশেষ যে হিসাব দিয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে সে অনুযায়ী নিহত হয়েছে ৫ হাজার ৯৩৭ জন সৈন্য।

কিন্তু সে সময়েই বিবিসির হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৬ হাজার ৬০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এখন তা ২৫ হাজারেরও বেশি।

ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হিসাব দেয় ৪০ হাজার থেকে ৬০ হাজার রুশ সৈন্য মারা গেছে।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হিসাব দেয় দুই লাখেরও বেশি, তবে তার মধ্যে আহতরাও রয়েছে।

ফলে রাশিয়ার দেয়া সংখ্যার তুলনায় বাকিদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। রুশ সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল বিবিসি, কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি।

রাশিয়ার পক্ষে নিহতদের সবার কথা বিবিসির পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। গোপন নয় এমন সব সূত্রে পাওয়া খবর এবং স্বেচ্ছাসেবীরা যেসব সমাধি ঘুরে দেখেছেন তার ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ডনবাসে রুশ ভাষাভাষী বিচ্ছিন্নতাবাদী মিলিশিয়াদের হতাহতের খবরও এই তালিকায় নেই।

অনেক রুশ পরিবার এই তালিকা থেকে তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে।

ডিসেম্বরে বিবিসি যখন আনার (ছদ্মনাম) সাথে যোগাযোগ করে তার তখন প্রেমিক এবং তার একমাত্র কন্যার পিতা ফাইল নাবিয়েভের কপালে কী ঘটেছে তা নিয়ে তিনি অন্ধকারে ছিলেন। বলতে পারেন তার কী হয়েছে? আনা তখন বলেছিলেন। আমি জানিনা সে কীভাবে মারা গেছে, কোথায় তার কবর হয়েছে।

স্যাটেলাইটে তোলা ছবিতে নাবিয়েভের সমাধি পাওয়া যায় বাকিন্সকায়ায়। তার পরিচয় খুঁজে বরে করে বিবিসি।

বাখমুট শহরের কাছে গত ৬ অক্টোবর ৬০ বছর বয়সে মারা যান নাবিয়েভ।

আনা, যিনি মস্কোর উত্তর-পশ্চিমের একটি এলাকায় বসবাস করেন, বলেন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের পরও নাবিয়েভের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। ভালো মানুষ ছিল সে।

কিন্তু আনার ভাষ্যমতে নাবিয়েভ ছিলেন দরিদ্র। টাকার দরকার ছিল তার। গ্যারেজ ভেঙ্গে গাড়ি এবং যন্ত্রাংশ চুরি করতেন মাঝেমধ্যে। ফলে, একটা সময় কারাগারে যেতে হয় তাকে। সেখানেই ওয়াগনার তাকে দলে ভেড়ায়।

তবে ওয়াগনারের যোদ্ধাদের ব্যাপারে খবর জোগাড় খুব কঠিন। আনা যখন তার স্থানীয় সেনা নিয়োগ কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ নেন, তাকে বলা হয় নাবিয়েভের ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই।

রণাঙ্গনে মৃত্যুর কথা সরকার স্বীকার না করলে পরিবারগুলোর পক্ষে ক্ষতিপূরণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমি জানতে চেয়েছিলাম সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে। আপনাদের এই কথা ছাড়া আমার কাছে অন্য কোনো খবর নেই, আনা বলেন বিবিসিকে। আমি তার পদক গ্রহণ করতে চাই। অন্তত কোনো একটি স্মৃতিচিহ্ন। মানুষটি আমার প্রিয় ছিল।

রাশিয়া বিশ্বাস করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারলে ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা সমর্থন শেষ পর্যন্ত কমে আসবে, বলেন সমর বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ড. জ্যাক ওয়াটলিং।

তার মতে - সংখ্যা এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বর্তমান যে অবস্থা তাতে ইউক্রেন তাদের পাল্টা হামলায় রুশ প্রতিরক্ষা ব্যূহ্য ভাঙতে সমর্থ তাহলে রুশ বাহিনী বেশ বিপদে পড়বে।

তবে যাই হোক না কেন, ড. ওয়াটলিং বলেন, রাশিয়ার লোকবলের অভাব হবেনা। জনগণকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করার যে কথা সম্প্রতি রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু বলেছেন তা উদ্ধৃত করে ড ওয়াটলিং বলেন, তিনি (শোইগু) যখন বলেন আমার হাতে ২৫ মিলিয়ন রিজার্ভ রয়েছে, তিনি কোনো তামাশা করেননি। তিনি আসলেই সেটা চাইছেন।

তার অর্থ, বিবিসির কাছে নিহত রুশদের খবর আরও আসতে থাকবে। যেমন, উরকুটস্ক শহরের ভেরা গত কয়েকমাস ধরে জানার চেষ্টা করছেন তার ভাইয়ের কপালে কী ঘটেছে। কারণ তিনি গুজব শুনেছেন ওয়াগনারের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভাই মারা গেছে।

জানিনা কোথায় যেতে হবে। কার কাছে সাহায্য চাইতে হবে, ভেরা বলেন। আমাদের বিপর্যয় ঘটেছে, কীভাবে আমরা সত্যটা জানবো?

টুকরো খবর

'গন্ধে গোলে শুভকামনা, বিগন্ধে গোলে হুমকি'

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ে বা মফস্বল এলাকায় সাংবাদিকতা করার ঝুঁকি রাজধানীর তুলনায় অনেক বেশি এবং এগুলো অনেকটা নিত্যদিনের চিত্র হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন সংবাদকর্মী ও বিশ্লেষকরা। সম্প্রতি জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার পাটহাটি মোড় এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়ে গোলাম রব্বানি নাদিম নামে এক সাংবাদিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার পর মফস্বল সাংবাদিকতার ঝুঁকির বিষয়টি আলোচনায় আসে। নিহত মি. রব্বানি কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের জেলাপ্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজধানীর তুলনায় জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সংবাদকর্মীদের ঝুঁকি বরাবরই বেশি ছিল এবং এখনো আছে। জামালপুরের বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোহেল রানা বলেন, ১৪ই জুন রাতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। মারপিটের খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। সেখানে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে যে, আহত অবস্থায় মি. রব্বানিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি তার বাম চোখের এখানে আঘাত, রক্ত পড়ছে, বলেন মি. রানা। তিনি জানান, হাসপাতালে গিয়ে আহত গোলাম রব্বানির সাথে কথা বলতে না পারার কারণে তারা অনুসন্ধানে নামেন। এর জের ধরে পৌরসভার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেন। এই ফুটেজ দেখে কয়েক জনকে চিহ্নিত করে পুলিশ। এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এখনো কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোহেল রানা বলেন, ক্যামেরার ফুটেজে কিছু ব্যক্তির ছবি আছে, প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য অনুযায়ী আর কিছু ব্যক্তি ফুটেজের পিছনে ছিল। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথেও কথা বলেছি। পুলিশ জানায়, তাদের উদ্ধার করা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে দেয়। যেটি দেখে আত্মগোপনে যায় জড়িতদের অনেকে। তবে এদেরকে খুঁজে বের করা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। একইসাথে গোলাম রব্বানির পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানানো হয়। যারা আমাদের হেফাজতে আছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি। পুলিশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে ভিডিও ফুটেজটি ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ওই ভিডিওটি ১৪ই জুন ২০২৩ তারিখে রাত ১০টা ১৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের সময় রেকর্ড করা হয়। ভিডিওটির দৈর্ঘ্য ৪২ সেকেন্ডের মতো। এতে দেখা যায়, দুটি মোটর সাইকেল এক সাথে একটি রাস্তার মোড় পার হচ্ছিলো। এর মধ্যে একটি মোটরসাইকেলের আরোহীকে দৌঁড়ে গিয়ে পেছন থেকে টেনে ধরেন এক যুবক। এতে করে মোটরসাইকেল আরোহী রাস্তায় পড়ে যান। তখন রাস্তার আশেপাশে থাকা আরো ৬-৭ জন গিয়ে তাকে ঘিরে ধরে মারতে থাকে। মারতে মারতে তাকে টেনে রাস্তার অপর পাশে অর্থাৎ সিসিটিভি ক্যামেরা যে পাশে সেখানে নিয়ে আসা হয়। এরপরে ক্যামেরায় আর কিছু দেখা যায়নি। গোলাম রব্বানির স্ত্রী মনিরা বেগমের সাথে এ নিয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কথা বলতে রাজি হননি। তিনি জানান, স্বামীকে কবর দেয়ার পর এক দোয়ায় অংশ নেয়ার অপেক্ষা করছিলেন তিনি। বাংলাদেশে সাংবাদিক নির্যাতন, হয়রানি বা হত্যার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী, দেশে চলতি বছর জানুয়ারি থেকে শুরু করে মে মাস পর্যন্ত ১০১ জন সাংবাদিককে হয়রানি করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৪ জন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা তার সহযোগীদের কাছ থেকে হুমকির শিকার হয়েছেন। আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে থেকে হয়রানির শিকার হয়েছেন ২১ জন। প্রকাশিত খবরের কারণে মামলা হয়েছে ২০ জনের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতন, হামলা, হুমকি, হয়রানি বা বোমা নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ১৮ জন। 'এখন টেলিভিশন' এর রংপুর জেলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক নাজমুল ইসলাম নিশাত বলেন, জেলা পর্যায়ে কাজ করার সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হচ্ছে, শক্তিশালী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করা হলে তখন তারা বিভিন্নভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করেন। উদাহরণ হিসেবে মি. ইসলাম বলেন, কিছু দিন আগে মাধ্যমিক স্কুলের অনিয়ম নিয়ে খবর প্রকাশের জেরে তিনিসহ আরো কয়েক জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন, সড়ক অবরোধ এমনকি তাদেরকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল। আমাদের বিরুদ্ধেই ডিসির কাছে, বিভাগীয় কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বেড়াচ্ছে। এবং পুরো শহরে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করলো যে আমরা অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি এবং শহরেই চলাফেরা করা মুশকিল এমন একটা ব্যাপার। সম্প্রতি আমরা দেখলাম যে একজন সাংবাদিককে হত্যা করা হলো এবং এটা কিন্তু নতুন কিছু না। সাংবাদিককে মারধরের ঘটনা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক একটা ঘটনা হয়ে গেছে। এর একটি বড় কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন বিচারহীনতাকে। মি. ইসলাম বলেন, হয়রানির শিকার হওয়া কোন সাংবাদিক নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে কতটা সহায়তা পাবেন তা নির্ভর করে ওই সংবাদ মাধ্যমটি কতটা প্রতিষ্ঠিত তার উপর। তার মতে, দেশের শীর্ষ সংবাদ মাধ্যমগুলোতে কাজ করলে হয়রানি বা নির্যাতনের ক্ষেত্রে যে সহায়তা পাওয়া যায়, সেরকম সহায়তা আসলে জেলা পর্যায়ে প্রকাশিত কোন সংবাদ মাধ্যমে কাজ করে পাওয়া যায় না। উল্টো অনেক সময়, সাংবাদিকদেরকেই এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য দায়ী করা হয়।

খুলনার সাংবাদিক দিদারুল আলম বলেন, জেলাটিতে কাজ করা অত্যন্ত দুরূহ। কারণ জেলাটিতে গত ২০ বছরে অন্তত ৪ জন সাংবাদিককে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এদের মধ্যে প্রেস ক্লাবের দুই জন সভাপতিসহ আরো দুই সাংবাদিক রয়েছেন। প্রতিনিয়তই এখানে সাংবাদিকদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়, কখনো যারা সরকারি দল তাদের লোকের হাতে, কখনো বিরোধী দলের লোকের হাতে। পক্ষে গেলে শুভকামনা, বিপক্ষে গেলে বিভিন্নরকম হুমকি থাকে। মি. আলম বলেন, মফস্বল এলাকায় জমিজমা বা দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করতে গেলেই কেউ না কেউ শত্রু হয়ে যাবে এবং প্রতিশোধ নিতে চাইবে। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা যেকোন কিছু কাজ করতে পারে। এর মধ্য দিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়, বলেন তিনি। তিনি বলেন, সমালোচনা সহ্য করা যায়, কিন্তু নির্যাতন সহ্য করা যায় না। যখনই নির্যাতন আসে তখন আসলে আমাদের করার কিছু থাকে না। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য বলছে, জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত যে শতাধিক সাংবাদিক হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্তত ১০ জন গ্রাম বা জেলা শহরে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, কলেজবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা কাউন্সিলরদের কাছ থেকে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই মানবাধিকার সংস্থাটির সিনিয়র সমন্বয়কারী আবু আহমেদ ফয়জুল কবীর বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রভাবশালী মহল, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন নিবর্তন মূলক আইনের কারণে হয়রানির শিকার হতে হয়। এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে এবং এখনো অব্যাহত আছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে তিনি বলেন, এ ধরণের আইনের কারণে আসলে তাদের জন্য ঝুঁকিটা বেড়ে যাচ্ছে। অনেক সময় তাদেরকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হচ্ছে, তাদেরকে প্রাণ দিতে হচ্ছে। সাংবাদিকদের জন্য এই আইনটা এক ধরণের ভীতি সঞ্চার করছে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. এস এম শামীম রেজা বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে যারা সাংবাদিকতা করেন তারা আসলে সব সময়েই বেশি ঝুঁকির মধ্যেই ছিলেন।

JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি রবিবার ৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
18:06:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

'বৈদেশিক ঋণ এখন গলার কাঁটা, ১৪ বছরে ঋণ বেড়েছে সাত হাজার কোটি ডলার'

ভারতীয় নাগরিককে গুলি করে মেরেছে বিএসএফ

কলকাতা (এজেন্সী) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে এক ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। নিহত ব্যক্তিকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী 'গরু পাচারকারী' বলে অভিহিত করেছে - একথা জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রাত্রে শৌচ করার জন্য ঘরের বাইরে বের হতেই বিএসএফ তাকে গুলি করে এবং সেখান থেকে দেহ টেনে নিয়ে সীমান্তের পাশে ফেলে আসে।

ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলায় শুক্রবার রাতে এবং তার নাম গৌতম বর্মণ।

কোচবিহার জেলার কুচলিবাড়ি থানায় যে লিখিত ঘটনাক্রম জমা দিয়েছে বিএসএফ, সেটি সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেছেন জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট সুমিত কুমার।

লিখিত বয়ানে বিএসএফ বলেছে , অর্জুন সীমান্ত চৌকিতে প্রহরারত বিএসএফ সদস্যরা রাত পৌনে একটার দিকে কিছু দুষ্কৃতিকারীর চলাচল লক্ষ্য করে, তাদের সঙ্গে গরু ছিল, যেগুলি ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। বিএসএফ সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে, কিন্তু দুষ্কৃতিরা ধারালো এবং ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

কুচলিবাড়ি থানায় জমা দেওয়া লিখিত বয়ান উদ্ধৃত করে কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, বিএসএফ সদস্যরা পিএজি থেকে এক রাউণ্ড গুলি চালায়। পরে তল্লাশির সময়ে কাঁটাতারের বেড়া বিহীন একটি এলাকায় মাথায় গুলি সহ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ বিএসএফ সদস্যরা দেখতে পান। তার পাশে দুটি গরু, একটি দা এবং কিছু বাঁশের লাঠি পাওয়া গেছে। বিএসএফ তাদের নিজস্ব পুরুষ নার্সকে ডেকে পাঠায়, এবং তিনি দেহটি পরীক্ষা করে জানান যে ওই ব্যক্তি মারা গেছেন।

পাম্প অ্যাকশন গান, যেটি সাধারণ ভাবে মারণাস্ত্র নয়, কিন্তু খুব কম দূরত্ব থেকে ওই বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলিও মৃত্যুর কারণ হতে পারে বলে বিএসএফ দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পরে ওই ব্যক্তিকে ফুলকাডাবরি গ্রামের বাসিন্দা গৌতম বর্মন বলে শনাক্ত করেন তার আত্মীয়রা।

নিহতের এক ভাই শ্যামল রায় জানাচ্ছেন যে গৌতম বর্মন কোনভাবেই গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত নন, তিনি কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন এবং সম্প্রতি বাড়ি এসেছিলেন।

বৃহস্পতিবার আমার মাসতুতো ভাই আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। তখন আমাদের রাতের খাওয়ার সময়। তাই মা তাকে খেয়ে যেতে বলেছিল। গৌতম তাতে রাজী হয়, তবে বলে সে একটু টয়লেট থেকে আসছে। এই বলে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল, তার পরেই আমরা গুলির আওয়াজ পাই। তখন আনুমানিক দশটা হবে রাত, জানাচ্ছিলে শ্যামল রায়।

তার কথায়, আমরা সবাই বাড়ির এত কাছে গুলির আওয়াজ পেয়ে ভয় পেয়ে যাই। কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে আমরা লাইট জ্বালিয়ে আশপাশে কিছুই দেখতে পাই নি। এদিকে ভাইও বাড়ি ফেরে নি। শুক্রবার ভোরবেলায় বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে একেবারে সীমান্তে ভাইয়ের দেহ খুঁজে পাই। এদিকে আমাদের বাড়ির কাছে গুলির ফাঁকা খোল, রক্ত পড়ে ছিল।

মি. শ্যামল রায় বলছিলেন তাদের বাড়ির সামনে ভাইকে গুলি করে মেরে দেহ টেনে নিয়ে গিয়ে সীমান্তে ফেলে দিয়ে তাকে গরু পাচারকারী বলে চালাচ্ছে বিএসএফ।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে ফুলকাডাবরি গ্রামে গিয়েছিলেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা। তিনি জানিয়েছেন বিএসএফের বয়ান তাদের কাছে জমা পড়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকেও তাদের বয়ান থানায় লিখিত আকারে জমা দিতে বলা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে আর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কোচবিহার জেলার অংশে এ নিয়ে গত দুবছরে দশ জন ভারতীয় নাগরিক বিএসএফের গুলিতে প্রাণ হারালেন।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিএসএফ বলে এসেছে যে নিহতরা গরু পাচারের চেষ্টা করছিলেন, তাদের সেই কাজে বাধা দেওয়ায় পাচারকারীরা বাহিনীর সদস্যদের আক্রমণ করেন, তখন আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে হয়।

সীমান্ত হত্যা নিয়ে সরব মানবাধিকার সংগঠন মাসুমের প্রধান কিরীটী রায় বলছিলেন, যদি ধরেও নিই যে এই গৌতম বর্মন বা তার মতো আরও যেসব ভারতীয় নাগরিক বিএসএফের গুলিতে মারা গেছেন, তারা গরু পাচারকারী, কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের আটক না করে গুলি কেন চালাচ্ছে? কে পাচারের কাজে দোষী বা নির্দোষ, সেই বিচার করার অধিকার কে দিয়েছে বিএসএফকে? সন্দেহভাজন পাচারকারীকে তো গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য পাঠানোর কথা।

আরও অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখি যে মাথায় গুলির চিহ্ন, এখানেও সেই একই ঘটনা। ভারতীয় আইন অনুযায়ী নিরাপত্তাবাহিনীকে নিতান্তই গুলি চালাতে হলে পায়ে গুলি করার নিয়ম, কিন্তু মাথায় গুলি করার অর্থ হত্যা করার জনই গুলি করা হচ্ছে, বলছিলেন মি. রায়।

তিনি আরও বলছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের যে অংশ আছে, সেখানে গুলি চালনা কমে এলেও কোচবিহার জেলাতে সেই মৃত্যু কিছুতেই থামছে না। গৌতম বর্মনের আগে এই জেলায় গত দুবছরে অন্তত নয় জন ভারতীয় নাগরিক বিএসএফের গুলিতে মারা গেছেন।

কোচবিহারের গিতালদহ অঞ্চলের বাসিন্দা বিলকিস বিবির স্বামী মোফাজ্জল হোসেন বাড়ির কাছে বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন প্রতিদিনের মতোই। সেটা ছিল ২০২২ সালের ২৯ জুন।

সেই রাতে তিনি গুলির শব্দ পেয়েছিলেন, কিন্তু কল্পনাও করেন নি যে ওই গুলিটা তার স্বামীর মাথা তাক করে চালানো হয়েছিল।

দুপুরের দিকে আমার স্বামীর দেহ ভাসতে দেখা যায় ওই বিলের জলেই। তার মাথায় গুলি লেগেছিল। তখনই আমার খেয়াল হয় যে রাতে আমি একটা গুলির আওয়াজ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃস্বপ্নেও ভাবি নি সেটা আমার স্বামীর মাথায় গুলি করার আওয়াজ, বলছিলেন বিলকিস বিবি।

মি. হোসেনের বিরুদ্ধেও বিএসএফের অভিযোগ ছিল যে তিনি আসলে একজন পাচারকারী।

কিরীটী রায় বলছেন কোনও মৃত্যুর ক্ষেত্রেই সঠিক তদন্ত হয় না, ক্ষতিপূরণ পান না নিহতের পরিবার।

শুধু যে ভারতীয় নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে, তা নয়।

কোচবিহার জেলার সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন বিএসএফের অত্যাচার তাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমনকি তারা কী চাষ করতে পারবে কাঁটাতারের বেড়ার অন্য দিকে থাকা চাষের জমিতে, সেটাও বিএসএফই ঠিক করে দেয়।

সীমান্তের বাসিন্দারা অনেকেই এখন চাইছেন কাঁটাতারের বেড়ার অপর দিকে থাকা তাদের জমি সরকার নিয়ে নিক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে, তাহলে তারা নিত্য অত্যাচারের হাত থেকে অন্তত বাঁচতে পারবেন।

পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের কথা নিশ্চিত করলেন পুতিন

মস্কো (এজেন্সী) : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছেন ইতোমধ্যে বেলারুশে তাদের কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের প্রথম ধাপ স্থাপন করা হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এক ফোরামে বলেন এটা তখনই ব্যবহার করা হবে যখন রাশিয়ার কোন অঞ্চল বা রাষ্ট্র হুমকিতে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে ইউক্রেনে হামলার জন্য রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে এমন কোন ইঙ্গিত নেই।

আমরা এমন কোন লক্ষণ দেখছি না যে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে, পুতিনের মন্তব্যের পর এমনটি বলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

বেলারুশ রাশিয়ার প্রধান মিত্র এবং গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে মি. পুতিন যখন ইউক্রেনে অভিযান শুরু করেন সেসময় বেলারুশে অস্ত্র মোতায়েন করা হয়েছিল।

মি. পুতিন বলেন কৌশলগত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি এই গ্রীষ্মের মধ্যেই স্থানান্তর সম্পন্ন হবে। সেন্ট পিটার্সবার্গে আন্তর্জাতিক ইকোনমিক ফোরামে বক্তৃতা শেষে এক প্রশ্নের জবাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, তার এই পদক্ষেপটি মূলত 'নিয়ন্ত্রণ' এবং যারা 'আমাদের কৌশলগত পরাজয়ের চিন্তা করছে' তাদের সতর্ক করার জন্য।

পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে ফোরামের পরিচালকের করা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা পুরো পৃথিবীকে কেন হুমকি দেব? আমি আগেই বলেছি যে আমরা এই চরম পদক্ষেপ তখনই নেব যখন রাশিয়া রাষ্ট্রের উপর কোন বিপদ নেমে আসবে।

কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র বলতে ছোট পারমাণবিক ওয়ারহেড বোঝায়। এছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সীমিতভাবে ব্যবহারের জন্য এক ধরণের 'ডেলিভারি সিস্টেম' বা সরবরাহ ব্যবস্থা।

সাধারণত সীমিত আক্রমণের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। এগুলো এমনভাবে তৈরি এটি শত্রুকে একেবারে নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করতে পারে এবং তেজস্ক্রিয়তা অতোটা ছড়ায় না।

সবচেয়ে ছোট কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের ওজন এক কিলোটন বা তার কম (১ হাজার কেজি টিএনটি বিস্ফোরকের সমপরিমাণ)। আর সবচেয়ে বড়টির ওজন হতে পারে ১০০ কিলোটন পর্যন্ত।

উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমায় যে বোমা ফেলেছিল সেটি ছিল ১৫ কিলোটন।

রাশিয়ান নেতৃবৃন্দ সেন্ট পিটার্সবার্গে আফ্রিকান নেতাদের সাথে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে। শুক্রবার তারা কিয়েভ সফর করেছে এবং দুটি দেশের কাছেই আফ্রিকান নেতারা শান্তি প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছেন। তবে তারা কিয়েভে থাকাকালীন শহরটি রাশিয়ান মিসাইল হামলার শিকার হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা দুটি দেশকেই যুদ্ধ থেকে সরে এসে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আলোচনার আহবান জানাচ্ছেন।

আমরা এখানে এসেছি শুনতে এবং ইউক্রেনের জনগণ যেটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের পাশে দাঁড়াতে।

কিন্তু ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেছেন রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক আলাপের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তাদেরকে কূটনৈতিকভাবে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া উচিত তারা যে আগ্রাসন করছে সেটার নিন্দা হিসেবে।

কিয়েভ মস্কোর সাথে কোন আলোচনায় যাবে না যতক্ষণ তারা ইউক্রেনের অঞ্চল দখল করে রাখবে বলেন মি. জেলেন্সকি।

অন্যদিকে মি. পুতিন আবারো জোর দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেন যে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছে সেটাকে তাদের সফল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর খুব শিগগিরই তাদের নিজস্ব সরবরাহ শেষ হয়ে যাবে এবং তখন তাদের শুধুমাত্র পশ্চিমা দেয়া সরবরাহ ব্যবহার করতে হবে, বলেন তিনি।

আপনি এভাবে বেশিদিন যুদ্ধ চালাতে পারবেন না, মি. পুতিন সতর্ক করে দিয়ে বলেন যদি ইউক্রেনকে কোন এফ১৬ যুদ্ধ বিমান দেয়া হয় সেগুলো সব ধ্বংস করা হবে আর এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইউক্রেনের পক্ষ থেকে এমন দাবি আগেও অস্বীকার করা হয়েছে, বরং তাদের দাবি ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণে নিজেদের অঞ্চল তারা পুনরুদ্ধার করছে।

শুক্রবার ইউক্রেনের ডেপুটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হানা ম্যালিয়ার বলেন দক্ষিণে তাদের ইউনিট সবদিকে ২ কিলোমিটার অগ্রসর হয়েছে।

তবে বিবিসির পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে এর সত্যতা যাচাই সম্ভব হয়নি।

রাশিয়ান নেতারা অর্থনৈতিক দিক নিয়েও কথা বলেন। তারা দাবি করেন যে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা রাশিয়াকে আলাদা করতে ব্যর্থ হয়েছে বরং ভবিষ্যতের বাজার হিসেবে তাদের বাণিজ্য আরো বিস্তার লাভ করেছে।

প্রেসিডেন্ট পুতিন এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকার সাথে হওয়া তাদের নানা চুক্তির প্রশংসা করে বলেন এগুলো 'বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল সঙ্গী'।

পুরনো ভবনকে যে সাতটি উপায়ে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করা যায়

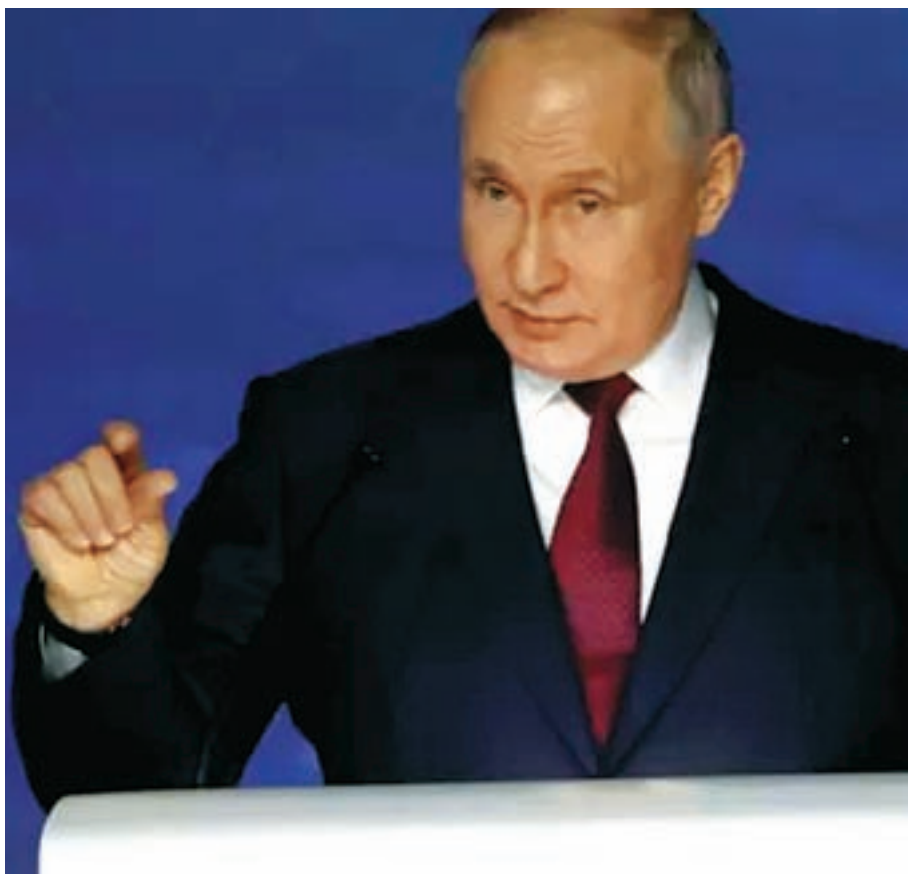

ঢাকা (এজেন্সী) : আবারো ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছে ঢাকা ও সিলেট শহরে। শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৬ মিনিটে এ দুটি শহর ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। গত দুই মাসের মধ্যে ঢাকায় এনিয়ে দুবার ভূমিকম্প হলো। ভূমিকম্পে সবচেয়ে ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও ভূমিকম্প বিষয়ক বিল্ডিং কোড না মানা। এ বছর তুরস্ক ও সিরিয়ার ভূমিকম্পে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পেছনে সেই কারণই উঠে এসেছিলো। বড় ভূমিকম্পে ঘনবসতি শহর ঢাকার ভয়াবহতা কতটা হতে পারে তার একটি চিত্র উঠে এসেছে রাজউকের আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্টের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায়।

তাদের হিসেবে টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ধসে পড়তে পারে সাড়ে ৮ লাখের বেশি অর্থাৎ প্রায় ৪০ স্থাপনা। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার বা আড়াই লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। আবার সিলেটের ডাউকি চ্যুতিরেখায় ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ধসে পড়তে পারে প্রায় ৪১ হাজার স্থাপনা।

তবে একটা ভবনকে যদি ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে না তোলা হয়, এরপরও কিছু উপায় আছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রকৌশলীরা ভবনকে ভূমিকম্প সহনীয় করতে পারেন।

বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদি আহমেদ আনসারী জানিয়েছিলেন এমন সাতটি প্রযুক্তি সম্পর্কে। এর তিনটি খুব উঁচু ভবনের জন্য যেগুলো খুব বেশ ব্যয়বহুল, আর অন্য চারটি সাধারণ ভবনের জন্য।

প্রচলিত চারটি উপায়

যেভাবে সাধারণ ভবনকে ভূমিকম্পের জন্য মজবুত করা হয়, যেগুলোকে রেট্রোফিটিং বলা হয়। এগুলো দেখতে খুবই সহজ মনে হলেও যদি একজন প্রকৌশলী এর সাথে যুক্ত না থাকেন তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে করতে হবে সেটি নির্ধারণ করা যাবে না।

প্রকৌশলীরা প্রথমে ভবনের বিভিন্ন অংশে কেটে পরীক্ষা করে দেখবেন ভেতরে কী অবস্থা।এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন। রেট্রোফিটিং সাধারণত যেসব উপায়ে করা হয় যার ছবি আমাদের দিয়েছেন ড. আনসারী।

কলাম বা পিলারকে জ্যাকেট পরিয়ে দেয়ার মতো উপায় এটি। অর্থাৎ পিলারগুলোকে যা আছে তার চেয়ে আরো মোটা করে দেয়া যেন সেটি আরো শক্তিশালী হয়। অনেক সময় বিশেষায়িত উপকরণও দিয়েও এটি করা হয়।

শিয়ার ওয়ালে পিলারের পাশে আরো রড দিয়ে ঢালাই করে একটি দেয়ালের মতো তোলা হয়। এটি আংশিক হতে পারে অথবা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে তবে ভবনের কোন কোন অংশে করতে হবে এটা করা সম্ভব সেটাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে দুই পিলারের মাঝখানে একটি ধাতব ফ্রেম বসানো হয় যেটি ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি থেকে পিলারকে রক্ষা করতে পারে। এটি ঠিক ছবির মত না হয়ে কোনাকুণি বরাবরও হতে পারে।

এক্ষেত্রে দুই কলামের মাঝের দেয়ালটাকেই মোটা করে ওজন বাড়িয়ে নেয়া হয়। এটিও রড ব্যবহার করে ঢালাইয়ের মত প্রক্রিয়ায় করা হয়।

উন্নত বিশ্বের তিন প্রযুক্তি

টিএমডি (টিউন মাস ড্যাম্পার)

এক্ষেত্রে ভবনের ছাদের দিকে বড় আকারের একটি সিস্টেম বসানো হয়। এর ভেতরে তেল বা পানির মতো তরল পদার্থ থাকে। সেটা এমনভাবে করা হয় যেন বসানো সিস্টেমটি নিজে দুলে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি শোষণ করতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে এর ভেতরের তরল পদার্থ দুলবে, আবার কোনো ক্ষেত্রে সিস্টেমটাই ডানেবামে স্লাইড করবে।

আরেকভাবেও এটা করা যায় সেটা পেন্ডুলামের মতো। সেক্ষেত্রে তরল পদার্থবিশিষ্ট বিশেষ পেন্ডুলামও ঝাঁকির সাথে দুলে ভবনের নড়াচড়া কমাতে পারে। এটা ভবনের উপরে বিশালাকারের হতে পারে যেমন তাইওয়ানের তাইপেই ওয়ান ও ওয়ান। এটি ১০১ তলা একটি ভবন যেখানে এমন বড় পেন্ডুলাম ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখনো কোথাও এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি বলে জানান ড. আনসারী।

তবে পেন্ডুলাম আরেকভাবেও ব্যবহার হয় বিমের মাঝে, তবে সেটিকে ঠিক এই টিএমডি প্রযুক্তি না, বরং বেজ আইসোলেটরের মধ্যে ফেলা হয়।

বেজ আইসোলেটর

বেজ আইসোলেটর প্রযুক্তি বসানো হয় ভবনের নিচ দিয়ে যেটি ভবনকে ভিত্তি থেকে আলাদা করে দেয়। এটিকে এমনভাবে সেট করা হবে যেনো ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে নিচের অংশটি নড়বে, কিন্তু উপরের অংশ দুলবে না।

সেটি সহজভাবে বুঝতে ধরুন একটি বাক্সের নিচে এমনভাবে চাকা বা বল বসালেন যেন তার নিচে দুললে চাকাটি এদিক ওদিক নড়বে, কিন্তু চাকার উপরে বাক্স পর্যন্ত সেই দুলুনি যাবে না।

এটি অনেক ক্ষেত্রে তেলভিত্তিক পেন্ডুলাম দিয়েও করা হয়। উন্নত বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালকে নিরাপদ করতে এটি করা হয়। বাংলাদেশে কোনো ভবনে এই প্রযুক্তি ব্যবহার না করা হলেও যমুনা ব্রিজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান ড. আনসারী।

বিআরবিও একটি অতি ব্যয়বহুল প্রযুক্তি। সহজে বুঝালে স্টিল ও স্প্রিঙের মতো একটি কাঠামো যেটি সংকোচনপ্রসারণে সক্ষম। ভূমিকম্পে এর ভেতরের স্প্রিংএর সংকোচনপ্রসারণ হয় এবং সেটি পিলারের উপর চাপ না ফেলে নিজে কাঁপুনি শোষণ করে। এটি সাধারণত আমেরিকা বা চীনে তৈরি হওয়ায় সেখানেই বেশি ব্যবহার হয়।

তবে এসব প্রযুক্তিই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এজন্য ভবন তৈরির পরের চেয়ে আগেই মাটি ও ভবন সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকম্পের দিক বিবেচনা করে ভবন নির্মাণটাই বেশি যৌক্তিক।